বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪
(খসড়া)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

প্রতীপ কুমার মন্ডল পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং	**: আহবায়ক**
সুনীল চন্দ্র ধর পরিচালক, হর্টিকালচার উইং	**: সদস্য**
ছবি হরি দাস পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং	**: সদস্য**
এস.এম. সিরাজুল ইসলাম পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং	**: সদস্য**
মোঃ গোলাম মোস্তফা পরিচালক, ক্রপস উইং	**: সদস্য**
সুভাস চন্দ্র দেবনাথ পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং	**: সদস্য**
আবুল কালাম আজাদ পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	**: সদস্য**
চৈতন্য কুমার দাস পরিচালক, সরেজমিন উইং	**: সদস্য**
মোঃ নূরুজ্জামান অতিরিক্ত পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং	**: সদস্য**
মাসুমা ইউনুস উৎপাদন অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং	**: সদস্য সচিব**

সম্পাদনায়

আবু ওয়ালী রাগিব হাসান
অতিরিক্ত পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

ড. জি এম ফারুক ডন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন-২), প্রশাসন ও অর্থ উইং

মাসুমা ইউনুস
উৎপাদন অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৫

প্রকাশনায় : পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

স্বত্ব : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

ভূমিকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (Department of Agricultural Extension) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন ও সেবামূলক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সকল শ্রেণীর কৃষকের চাহিদা মোতাবেক কার্যকর কৃষি সেবা প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। সেবার মান উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সংস্থাটি সরকারি নীতির সাথে সংগতি রেখে এর ব্যবস্থাপনা ও কর্ম-পদ্ধতির উন্নয়ন করে চলেছে। আগামির খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস ও কৃষকের লাগসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দৃঢ় প্রত্যয়ী। ব্যাপক কৃষি কর্মকাণ্ড ও কৃষি কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই অর্জনের পিছনে মূখ্য অবদান রয়েছে আপামর কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষিবান্ধব সরকারের।

২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে অধিদপ্তরের ফসল উৎপাদন কর্মসূচি ও অর্জন, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিশেষ কার্যক্রম ছাড়াও সংস্থার সার্বিক কার্যাবলী ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন তথা বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন থেকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইতিবৃত্ত, রূপকল্প, অভীষ্ট লক্ষ্য, সম্প্রসারণ নীতি, কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। যা কৃষি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ কৃষি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হতে, বাৎসরিক উৎপাদন, ব্যবসা পরিচালনা, আমদানি-রপ্তানি, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভূত সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিচালক
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

কৃষিতে নানামুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে কৃষি উন্নয়নের এক গৌরবময় অধ্যায়ে। মাত্র ৮.২৯ মিলিয়ন হেক্টর আবাদী জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি সহায়তায় এদেশের কৃষক রচনা করেছে কৃষি উন্নয়নের নতুন এক মহাকাব্য। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় দানা শস্য, আলু, সব্জি, মাছ ও ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম সারির দেশ। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন 'রোল মডেল'।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে আমাদের এখনও যেতে হবে বহুদুর। প্রযুক্তিবিদ, সম্প্রসারণকর্মী, গণমাধ্যম ও কৃষককে কৃষি উন্নয়নে কাজ করতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে। পরিবর্তিত জলবায়ু ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামনে এগিয়ে যেতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আরও কার্যকর ও সাহসী ভুমিকা রেখে চলেছে। ফলে ক্রমহ্রাসমান জমিতে অধিক হারে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করে প্রায় ১৬ কোটি মানুষকে খাদ্য সরবরাহের পর বিদেশেও চাল, শাক-সবজি, ফল ও কিছু অপ্রধান ফসল রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় ও বর্তমান সরকারের আনুকূল্যে কৃষির এ অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এদেশের আপামর কৃষক, শ্রমিক, কৃষিবিদ, কৃষি গবেষক, শিল্পোদ্যোক্তা ও কৃষি সম্প্রসারণকর্মীগণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাষির্ক প্রতিবেদন, ২০১৩-১৪ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল। এর মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন। প্রতিবেদনে প্রধান প্রধান ফসল, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত খতিয়ান, অর্জিত সাফল্য ও তা অর্জনের কলাকৌশল, সাফল্য অর্জনের প্রতিবন্ধকতা ও তার সুনির্দিষ্ট কারন এবং সমাধানের যথাযথ কর্মপন্থার বিবরণ রয়েছে। এ দলিল কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অতীতের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কৃষি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহাপরিচালক

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
১.	• উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সারসংক্ষেপ (২০১৩-১৪)	৮
২.	• কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৯
৩.	❖ কৃষি সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত	১০
৪.	❖ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision) ও অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission)	১১
৫.	❖ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)	১১
৬.	❖ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী (Functions)	১১
৭.	❖ সম্প্রসারণ পদ্ধতি	১২
৮.	❖ সম্প্রসারণ কলাকৌশল	১২
৯.	❖ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৪
১০.	• ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাফল্যগাঁথা	১৬
১১.	❖ সম্প্রসারণ কার্যক্রম	১৭
১২.	❖ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১৮
১৩.	❖ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ ও কৃষকের ব্যাংক হিসাব	১৯
১৪.	❖ কৃষি পূনর্বাসন	১৯
১৫.	❖ আউশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রণোদনা	২০
১৬.	❖ মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ	২০
১৭.	❖ সার ব্যবস্থাপনা	২২
১৮.	❖ মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার ব্যবহার	২৩
১৯.	❖ গুটি ইউরিয়া ব্যবহার	২৩
২০.	❖ সেচ ব্যবস্থাপনা	২৪
২১.	❖ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ	২৬
২২.	❖ উচ্চ মূল্য ফসলে রেয়াতি হারে ঋণ প্রদান	২৭
২৩.	❖ ফলবাগান ব্যবস্থাপনা	২৮
২৪.	❖ পরিবেশবান্ধব কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম	২৯
২৫.	❖ ফাইটোস্যানিটারী ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ	২৯

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
২৬.	❖ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৩১
২৭.	❖ পাট উৎপাদন ও পাট আঁশের মান উন্নয়ন	৩৩
২৮.	❖ নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন	৩৩
২৯.	❖ তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার	৩৫
৩০.	❖ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পন্ন জরিপ/ মূল্যায়ন কাজ	৩৬
৩১.	• কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উইং ভিত্তিক কার্যক্রম	৩৭
৩২.	❖ প্রশাসন ও অর্থ উইং	৩৮
৩৩.	❖ সরেজমিন উইং	৪১
৩৪.	❖ ক্রপস উইং	৪৪
৩৫.	❖ হর্টিকালচার উইং	৪৬
৩৬.	❖ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	৪৮
৩৭.	❖ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং	৫০
৩৮.	❖ প্রশিক্ষণ উইং	৫৩
৩৯.	❖ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং	৫৪
৪০.	• কৃষি উন্নয়নের পথে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৫৯
৪১.	❖ কৃষি উন্নয়নের পথে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ	৬০
৪২.	❖ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৬০

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সারসংক্ষেপ (২০১৩-১৪)

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সম্প্রসারণ সেবাদানকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) একটি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬০৪২টি। ২০১৩-১৪ সালে খাদ্যশস্য (চাল, গম, ভুট্টা) ৩৮১.৭৪ লাখ মে.টন, আলু ৮৯.৫০ লাখ মে.টন, শাকসবজি ১৩৯.১৯ লাখ মে.টন, তেল ফসল ৯.৬৫ লাখ মে.টন, ডাল ফসল ৮.২৪ লাখ মে.টন ও মসলা জাতীয় ফসল ২৮.০২ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়। চাষি পর্যায়ে আউশ ধানের বীজ ৪২০ লাখ মে.টন, মুগডাল বীজ ২১৯.২৯ মে.টন, তিল বীজ ৫৫.৮২ মে.টন সংরক্ষণ করা হয়েছে। দাম কমানোর ফলে কৃষক পর্যায়ে সুষম সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৫১.১৯৭ লাখ হেক্টর। উক্ত সময়ে আউশ চাষাবাদে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩০৬৮.৬১৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। কৃষি ভর্তুকীকরণের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উফশী ও রোপা আমন চাষের সহায়তার জন্য ৯৯৯.৭৬ লাখ টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মহাসেন'র ক্ষতি পোষাতে কৃষকের মাঝে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২০৯১.২৩ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। কৃষি কার্যক্রম সহায়তা কার্ডের সংখ্যা ১ কোটি ৪৪ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করার জন্য ৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে ১৫টি নির্বাচিত শস্যের জন্য ক্রোপজোনিং ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এ সময় মোট ৭৪.৩৬ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় এবং উচ্চফলনশীল পাটের জাত ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে বোরো ফসল আবাদে ৭.৯৭ লাখ হেক্টর জমিতে ১.২০ লাখ মে.টন গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪% হার সুদে ঋণ বিতরণ করা হয়। আইপিএমসহ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ৯৫.৭৩ লাখ মে.টন উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ফলের ৩৯.৫২ লক্ষ চারা/কলম উৎপাদন এবং ২১.২৯ লক্ষ চারা/কলম বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নতুন ফলের জাত সংগ্রহ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৩২টি প্রকল্প ও ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ১৮,৩০২ জনকে আধুনিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ডিএই'র সদর দপ্তর কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

২০১৩ সালে রিভিজিট বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৪টি কৃষি অঞ্চল (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা ও সিলেট), ৬৪টি জেলা, ৪৮৭টি উপজেলা, ১৩৭১৩ টি ব্লক এবং ৩১৯টি পৌরসভা'র মাধ্যমে সমগ্র দেশজুড়ে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার ও কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে আসছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সবসময় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ এর পেছনে রয়েছে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত । ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকার মনিপুর এলাকায় (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা) ১০০০ একর জমি নিয়ে কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালিন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (VAID) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে Plant Protection Directorate, ১৯৬১ সালে Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC), ১৯৬২ সালে Agricultural Information Services (AIS), ১৯৭০ সালে Directorate of Agriculture (Extension & Management) এবং Directorate of Agriculture (Research & Extension) সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উয়ন্ননে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা Directorate of Agriculture (E&M), কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), Plant Protection Directorate, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি (CERDI) একিভুত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision)

ফসলের টেকসই উৎপাদন।
Sustainable crop production

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission)

দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রিকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

The mission of the Department of Agricultural Extension is to provide efficient, effective, decentralized, location specific, demand responsive and integrated extension services to all categories farmer in accessing and utilizing better know how to increase sustainable and profitable crop production; thereby ensure socio-economic development of the country.

এ মিশন অর্জনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিম্নোক্ত কর্মসমূহ সম্পাদনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রসারণ কাজের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করার জন্য অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- দলীয় পদ্ধতিসহ উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে সাহায্য করা
- অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য, ভৌত এবং মানবসম্পদ সুষ্ঠুভাবে সনাক্ত করা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা
- পরিবেশের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন করা
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা
- চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
৩. কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৪. কৃষি পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়তা

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী (Functions):

১. কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
২. পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদনক্ষম উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন
৩. কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ই-কৃষি তথ্য সেবা সম্প্রসারণ

৪. কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
৫. মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ
৬. পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (surface water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ
৭. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
৮. ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ
৯. সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
১০. কৃষির উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ
১১. উচ্চমূল্য ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি
১২. দুর্যোগ মোকাবেলা ও কৃষি পূনর্বাসন করা
১৩. মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণ
১৪. কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান
১৫. কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
১৬. প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ
১৭. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও পরামর্শ প্রদান করা।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

ডিএই ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (T&V) পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর থেকে অদ্যবধি ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Individual), দলীয় যোগাযোগ (Group Approach) এবং বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষকগণকে অত্যন্ত সফলতার সাথে সেবা প্রদান করছে। এখানে উল্লেখ্য যে পরিকল্পিত ও অংশিদারিত্বমূলক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (NAEP) বাস্তবায়ন চলছে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু করতে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ কলাকৌশল

একটি কার্যকরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিএই নিম্নোক্ত কলাকৌশল অবলম্বন করে কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে থাকে-

- প্রদর্শণী
- প্রশিক্ষণ
- দলীয় সম্প্রসারণ- দলীয় আলোচনা, মাঠ দিবস, চাষি সমাবেশ, চাষি র‍্যালি
- সক্রিয় চাষি দলের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর
- গ্রুপভিত্তিক পাক্ষিক কর্মসূচি অনুযায়ী নিয়মিত চাষি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
- কৃষি প্রযুক্তি মেলা, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
- কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও সমস্যার সমাধানকরণ
- গণমাধ্যম- রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রিত উপকরণ
- লোকজ মাধ্যম- গান, নাটক, নাটিকা, পুতুল নাচ, গম্ভীরা, বাউল গান ইত্যাদি

প্রদর্শনী

প্রশিক্ষণ

দলীয় আলোচনা

চাষি র‌্যালি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ওয়ার্কশপ/সেমিনার

মাঠ দিবস

কৃষি প্রযুক্তি মেলা

লোকজ মাধ্যম

সম্প্রসারণ কলাকৌশল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান একজন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের সহায়ক হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট ৮টি উইং বিদ্যমান ছিল। যথা:

১. প্রশাসন ও পার্সোনেল উইং
২. সরেজমিন উইং
৩. খাদ্যশস্য উইং
৪. উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
৫. প্রশিক্ষণ উইং
৬. অর্থকরী ফসল উইং
৭. পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং
৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন উইং

উইংগুলোর মধ্যে সরেজমিন উইং, খাদ্যশস্য উইং, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, অর্থকরী ফসল এবং প্রশিক্ষণ উইং এর সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন একজন পরিচালক। প্রশাসন ও পার্সোনেল উইং এবং পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং একজন অতিরিক্ত পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হতো। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন উইং এর প্রধান ছিলেন একজন নির্বাহী প্রকৌশলী । পরবর্তীতে ২০১৩ সালে রিভিজিট বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন ৮টি উইং এর সূচনা ঘটে।

১. প্রশাসন ও অর্থ উইং
২. সরেজমিন উইং
৩. ক্রপস উইং
৪. হর্টিকালচার উইং
৫. উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
৬. উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং
৭. প্রশিক্ষণ উইং
৮. পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

বর্তমানে এ উইং গুলোর সবই একজন পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

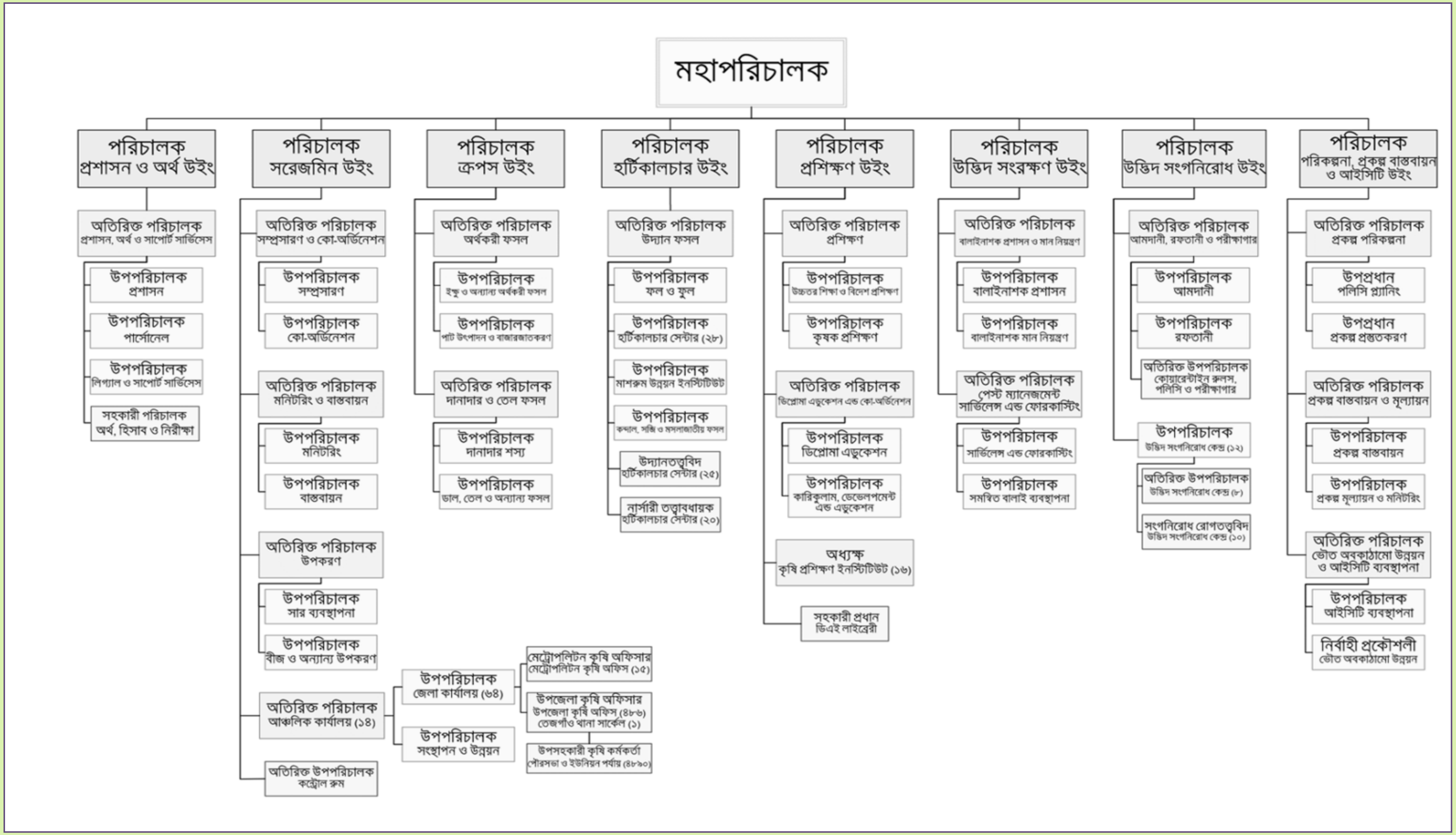

মহাপরিচালক
পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ উইং
অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন, অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস
উপপরিচালক প্রশাসন
উপপরিচালক পার্সোনেল
উপপরিচালক লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস
সহকারী পরিচালক অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা
পরিচালক সরেজমিন উইং
অতিরিক্ত পরিচালক সম্প্রসারণ ও কো-অর্ডিনেশন
উপপরিচালক সম্প্রসারণ
উপপরিচালক কো-অর্ডিনেশন
অতিরিক্ত পরিচালক মনিটরিং ও বাস্তবায়ন
উপপরিচালক মনিটরিং
উপপরিচালক বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত পরিচালক উপকরণ
উপপরিচালক সার ব্যবস্থাপনা
উপপরিচালক বীজ ও অন্যান্য উপকরণ
অতিরিক্ত পরিচালক আঞ্চলিক কার্যালয় (১৪)
উপপরিচালক জেলা কার্যালয় (৬৪)
উপপরিচালক সংস্থাপন ও উন্নয়ন
মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস (১৫)
উপজেলা কৃষি অফিসার উপজেলা কৃষি অফিস (৪৮৬) তেজগাঁও থানা সার্কেল (১)
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায় (৪৮৭০)
অতিরিক্ত উপপরিচালক কন্ট্রোল রুম
পরিচালক ক্রপস উইং
অতিরিক্ত পরিচালক অর্থকরী ফসল
উপপরিচালক ইক্ষু ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল
উপপরিচালক পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ
অতিরিক্ত পরিচালক দানাদার ও তেল ফসল
উপপরিচালক দানাদার শস্য
উপপরিচালক ডাল, তেল ও অন্যান্য ফসল
পরিচালক হর্টিকালচার উইং
অতিরিক্ত পরিচালক উদ্যান ফসল
উপপরিচালক ফল ও ফুল
উপপরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার (২৮)
উপপরিচালক মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
উপপরিচালক কন্দাল, সব্জি ও মসলাজাতীয় ফসল
উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার (২৫)
নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক হর্টিকালচার সেন্টার (২০)
পরিচালক প্রশিক্ষণ উইং
অতিরিক্ত পরিচালক প্রশিক্ষণ
উপপরিচালক উচ্চতর শিক্ষা ও বিদেশ প্রশিক্ষণ
উপপরিচালক কৃষক প্রশিক্ষণ
অতিরিক্ত পরিচালক ডিপ্লোমা এডুকেশন এন্ড কো-অর্ডিনেশন
উপপরিচালক ডিপ্লোমা এডুকেশন
উপপরিচালক কারিকুলাম, ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশন
অধ্যক্ষ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১৬)
সহকারী প্রধান ডিএই লাইব্রেরী
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
অতিরিক্ত পরিচালক বালাইনাশক প্রশাসন ও মান নিয়ন্ত্রণ
উপপরিচালক বালাইনাশক প্রশাসন
উপপরিচালক বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ
অতিরিক্ত পরিচালক পেস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং
উপপরিচালক সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং
উপপরিচালক সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা
পরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং
অতিরিক্ত পরিচালক আমদানী, রফতানী ও পরীক্ষাগার
উপপরিচালক আমদানী
উপপরিচালক রফতানী
অতিরিক্ত উপপরিচালক কোয়ারেন্টাইন রুলস, পলিসি ও পরীক্ষাগার
উপপরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (১২)
অতিরিক্ত উপপরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (৮)
সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র (১০)
পরিচালক পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
অতিরিক্ত পরিচালক প্রকল্প পরিকল্পনা
উপপ্রধান পলিসি প্ল্যানিং
উপপ্রধান প্রকল্প প্রস্তুতকরণ
অতিরিক্ত পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন
উপপরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন
উপপরিচালক প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং
অতিরিক্ত পরিচালক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা
উপপরিচালক আইসিটি ব্যবস্থাপনা
নির্বাহী প্রকৌশলী ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের

সাফল্যগাঁথা

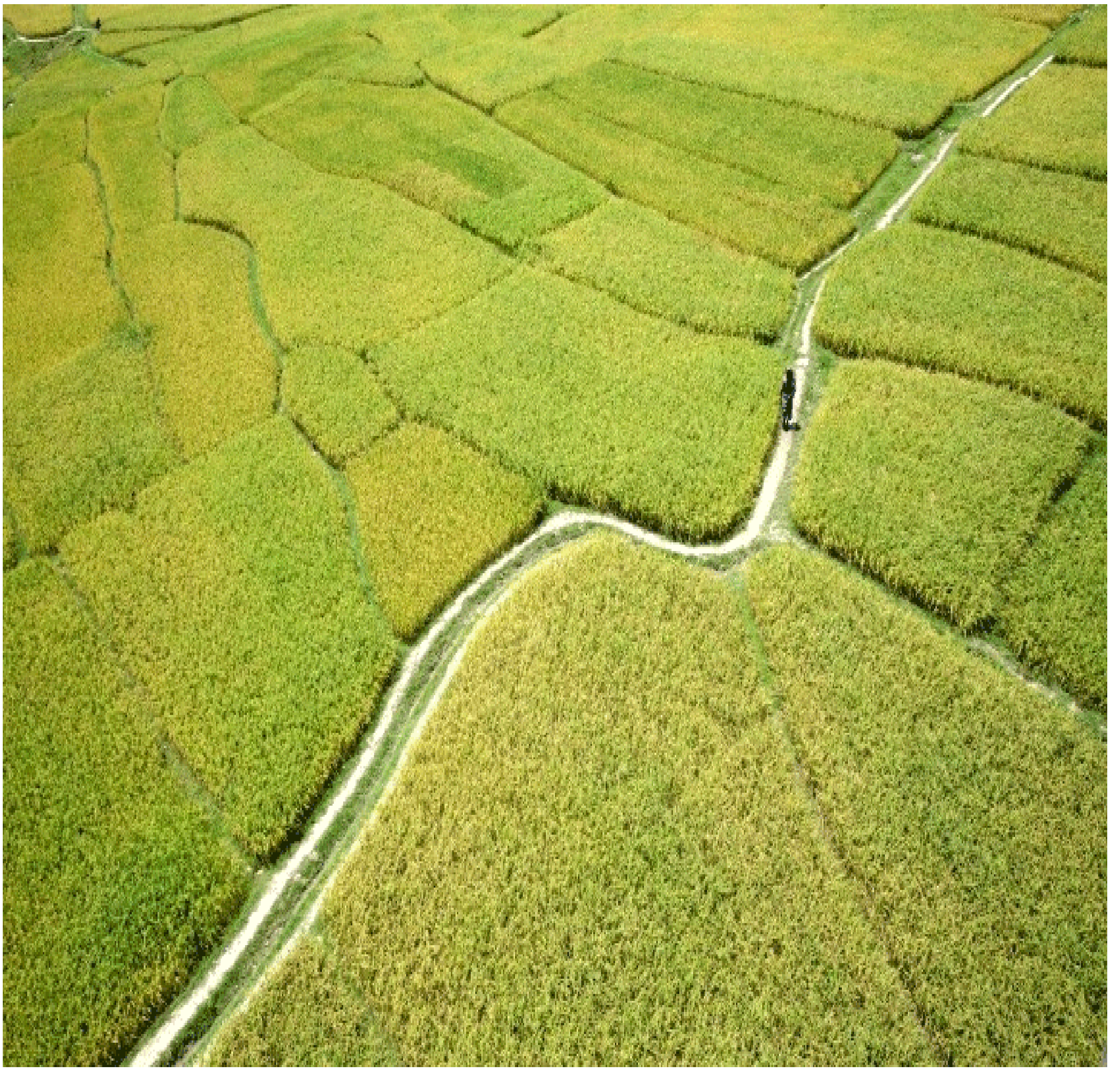

সম্প্রসারণ কার্যক্রম

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে পৌছে দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির কারনে সম্প্রসারণ কার্যক্রম কিছুটা ব্যহত হলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মোট ৩২টি প্রকল্প এবং ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসে। এর ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্প্রসারণ কার্যক্রম ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় ।

সারণি-১৪ ঃ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সম্প্রসারণ কার্যক্রম	পরিমাপের একক	২০১০-১১ অর্থবছর	২০১১-১২ অর্থবছর	২০১২-১৩ অর্থবছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
প্রশিক্ষিত কৃষক	লক্ষ	৭.৫২	৭.৪০	৪.৩৩	৮.৩১
প্রদর্শনী স্থাপণ	লক্ষ	১.৩৩	১.৩৬	১.০৫	১.০১
মাঠ দিবস/চাষী র‌্যালী	সংখ্যা (হাজার)	২৯.০৫	২৯.৫০	১৫.২০	১৭.২০
কৃষি মেলা	সংখ্যা	২৩৮	৫২৯	২১৮	৩০৮
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	সংখ্যা	১৪২	২৭৬	৪০৩	৪০৩
কৃষক গ্রুপ/কৃষক ক্লাব গঠন	সংখ্যা	১৫০০	১৪৫০	৭০০	১২৮০

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে ৮.৩১ লক্ষ কৃষককে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রযুক্তি সমূহ হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১.০১ লক্ষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ১৭.২০ হাজার মাঠ দিবস/ চাষী র‌্যালী, ৩০৮টি কৃষি মেলা, ৪০৩ টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন বাস্তবায়ন করা হয়। কৃষি উৎপাদন সহজ ও লাভজনক করতে ১২৮০টি কৃষকগ্রুপ/কৃষকক্লাব গঠন করা হয়।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি

২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের সফল কৃষি নীতি বাস্তবায়নের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় উর্ধ্বমুখী ধারা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে ২০১৩-১৪ সালে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদন হয় ৩৫৬.৫৮ লক্ষ মে: টন। এর মধ্যে চাল ৩৪৩.৫৬ লক্ষ মে. টন ও গম ১৩.০২ লক্ষ মে. টন। খাদ্য উৎপাদনের এই উর্ধ্বমুখী ধারায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের (ধান ও গম) উৎপাদন ৬.৬৬ লক্ষ মে. টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

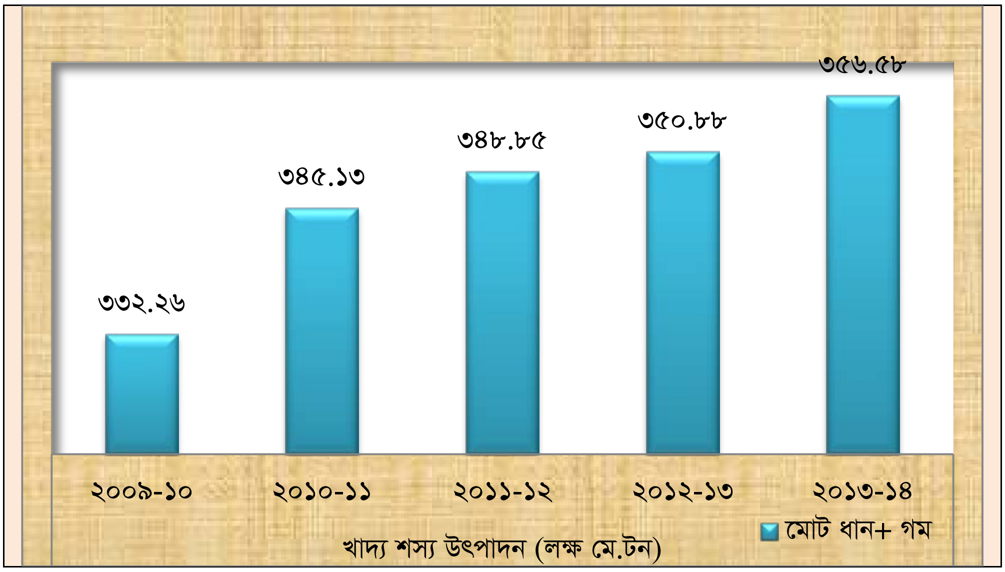

বিগত ৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিগত ৫ বছরে ভুট্টা, আলু ও শাকসব্জি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-১৫ ঃ বিগত ৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পরিমান (লক্ষ মে.টন)

ফসলের নাম	২০০৯-১০ অর্থবছর	২০১০-১১ অর্থবছর	২০১১-১২ অর্থবছর	২০১২-১৩ অর্থবছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
ধান (চাল)	৩২২.৫৭	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৯	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬
গম	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২
ভুট্টা	১৩.৭০	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬
আলু	৮১.৬৮	৮৩.২৬	৮২.০৫	৮৬.০৩	৮৯.৫০
শাকসব্জি	১০৮.৬৯	১১১.৯৪	১২৫.৮০	১৩২.২১	১৩৯.১৯
তেল ফসল	৭.৯০	৮.৪০	৮.৪৪	৯.০১	৯.৬৫
ডাল ফসল	৬.৪৭	৭.১৬	৬.৬৫	৭.৬৭	৮.২৪
মসলা জাতীয় ফসল	২২.৯৩	২৫.৭১	২৯.৬৫	২৪.২২	২৮.০২

ধানভিত্তিক কৃষি হওয়ায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ফসল উৎপাদনের এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাল উৎপাদিত হয়েছে। এর পর রয়েছে আলু ও শাকসব্জি । নিম্নে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের পরিমান উল্লেখ করা হল।

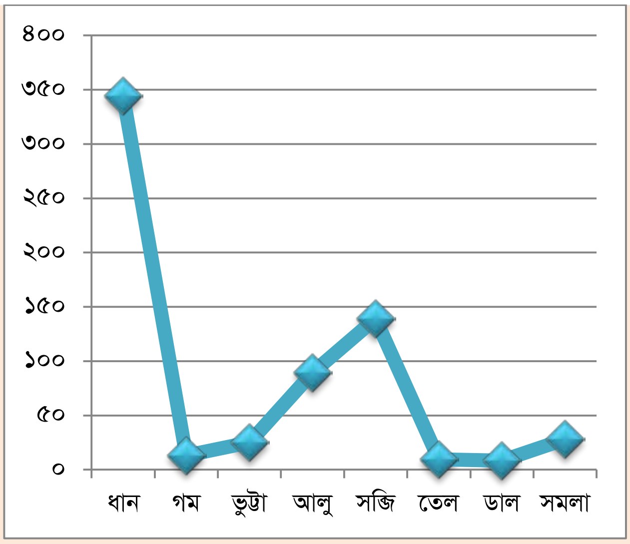

উৎপাদন

- চাল ৩৪৩.৫৬ লক্ষ মে. টন,
- গম ১৩.০২ লক্ষ মে. টন
- ভুট্টা ২৫.১৬ লক্ষ মে. টন
- আলু ৮৯.৫০ লক্ষ মেঃ টন
- শাকসব্জি ১৩৯.১৯ লক্ষমেঃ টন
- তেল ফসল ৯.৬৫ লক্ষ মেঃ টন
- ডাল ফসল ৮.২৪ লক্ষ মেঃ টন
- মসলা জাতীয় ফসল ২৮.০২ লক্ষ মেঃ টন

২০১৩-১৪ সালে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ ও কৃষকের ব্যাংক হিসাব

বর্তমান সরকার কৃষকদেরকে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ ও ব্যাংকে হিসাব খোলার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষক/কৃষাণীকে কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের বিশেষ সুবিধায় মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সংখ্যা ৯৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬০৬ টি। ফসল উৎপাদনে ঋণ, উপকরণ সহায়তা প্রাপ্তিতে কৃষকগণ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

কৃষি পুনর্বাসন

বিগত রবি মৌসুমে শিলাবৃষ্টি/ঝড়/চিটায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসহ নেরিকা চাষের সম্ভাবনাময় জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উফশী ও রোপা আমন চাষে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৯৯৯.৭৬ লক্ষ (নয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা) টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে সর্বমোট ১,০১,৭২২ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার প্রদান করা হয়।

ঘুর্ণিঝড় মহাসেন'র কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ দেশের ৪টি জেলায় (পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও বরিশাল) খরিফ-২/২০১৪ মৌসুমে উফশী আমন চাষাবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে সর্বোচ্চ ১ বিঘা জমি চাষাবাদের জন্য মোট ২,৩৪,৯২৫ কৃষক পরিবারকে (বিঘা প্রতি ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি ও ফসল পরিচর্যার জন্য ২০০/-) প্রায় ২০৯১.২৩ লক্ষ (বিশ কোটি একানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার টাকা) টাকা প্রদান করা হয়।

উফশী আমন চাষাবাদে সহায়তা কৃষককে সহায়তা প্রদান

আউশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রণোদনা

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আউশ চাষাবাদে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উফশী আউশ ধান চাষাবাদে ৪৪টি জেলার ২,৩৪,৬০০জন কৃষককে ১ বিঘা করে মোট ২,৩৪,৬০০ বিঘা উফশী আউশ ধান ও নেরিকা জাতের আউশ আবাদে ৩৭টি জেলার ১০,০০০ জন কৃষককে ১ বিঘা করে মোট ১০,০০০ বিঘা সর্বমোট ২,৪৪,৬০০ জন কৃষককে ২,৪৪,৬০০ বিঘার জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতে সেচ ও আগাছা দমনে কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে নগদ সহায়তাও প্রদান করা হয়। এজন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কার্যক্রমে সরকারের ৩০৬৮.৬৪৫ লক্ষ (ত্রিশ কোটি আটষট্টি লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচ শত) টাকা ব্যয় হয়েছে।

মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ সালে চাষী পর্যায়ে আধুনিক জাতের ধান, গম, পাট ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করছে । চাষী পর্যায়ে আধুনিক জাতের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ সালে আউশ ধানের প্রদর্শণী বাস্তবায়িত হয়েছে ৬০০ টি এবং আউশ ধানের ৪২০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সারণি-১৬ ঃ চাষী পর্যায়ে ধান, গম ও পাট বীজ প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ধান,পাট ও গমের মানসম্মত বীজ সরবরাহের তালিকা

ফসলের নাম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
ধান বীজ (মে. টন)	৫৮,১৪২	৬২,৭৫৮	৬৫,৬১৬	৬৪,৫৮৩	১,১৯,৭০০
গম বীজ (মে. টন)	১০,৭৩০	১২,৩৭৭	১২,৪১৮	১২,৫৩৬	১০,৫০০
পাট বীজ (মে. টন)	৭০.০০	১২৭.০০	১৬৭.০০	১৬৩.০০	১৫০.০০

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচিতে মৌসুমে মুগ ডাল ফসলের ২৪০০টি ও তিল ফসলের ৬০০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মুগ ডাল বীজ ২১৯.২৯ মেঃ টন ও তিল বীজ ৫৫.৮২ মে. টন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের মুগ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চাষী পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণের নিমিত্ত ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী অ্যান্ড রিস্টোরেশন প্রজেক্ট থেকে ৯,১৮৪টি বীজ সংরক্ষণের Plastic ড্রাম কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট প্রকল্পের আওতায় ১৫১৯টি বীজ উৎপাদন (ধান, গম ও সরিষা) প্রদর্শণীসহ প্রযুক্তি সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ৩৬০টি মাঠদিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর আওতায় ৯৭০ মেঃটন ধান বীজ, ০৬ মেঃ টন গম বীজ এবং ০৮ মেঃ টন সরিষা বীজ উৎপাদন হয়েছে।

উৎপাদিত বীজে ২৪২৫০ হেক্টর জমিতে ধান, ৩৫ হেক্টর জমিতে গম ও ৮০০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা সম্ভব হয়েছে যাতে ১১৩৭৭২ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছে। উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ফসলের ফলন ১০-১৫% বৃদ্ধি পাবে।

চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

এছাড়া প্রণোদনা সহায়তায় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শণীভূক্ত কৃষকদেরকে বিনামূল্যে মানসম্পন্ন বীজ প্রদান করা হয় এবং প্রদর্শনী ক্ষেতে উৎপাদিত মানসম্পন্ন বীজ বিনিময় ব্যবস্থায় অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা

ক্রমবর্ধমান হারে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কারণে মাটিতে জৈব পদার্থসহ বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টি উপাদনের ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পুষ্টি উপাদানের মধ্যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো উভয় প্রকারের উপাদানই বিদ্যমান। এক সময় নন-ইউরিয়া সারের উচ্চ মূল্যের কারনে ফসল উৎপাদনে অধিক মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হতো। ফলে ফসলের রোগবালাই/পোকামাকড়ের আক্রমন বৃদ্ধিসহ উৎপাদন কাংক্ষিত পর্যায়ে পাওয়া যেত না। বর্তমানে কৃষক বান্ধব সরকার সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের মূল্য কয়েক দফায় কমিয়ে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নির্ধারন করেছেন। এখন কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজি সারের বিক্রয় মূল্য ইউরিয়া ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা, ডিএপি ২৭ টাকা ও এমওপি ১৫ টাকা। দাম কমানোর ফলে মাঠে ইউরিয়া সারের পাশাপাশি অন্যান্য নন-ইউরিয়া সারের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে লিফ কালার চার্ট ও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরিয়া সার ব্যবহারের কম হয়েছে ফলে ইউরিয়া সার ব্যবহার হয়েছে মাত্র ২২.৯৩ লক্ষ মেঃ টন এবং মোট সার ব্যবহার হয়েছে ৪২.৩৩ লক্ষ মেঃ টন। সুষম সার ব্যবহারের ফলে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশের উপর অনুকূল প্রভাব পড়ছে।

লিফ কালার চার্টের মাধ্যমে জমিতে ইউরিয়া সারের পরিমাণ নির্ধারণ

সারণি-৪ ঃ বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(হাজার মেঃ টনে)

ব্যবহৃত সার	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০১০-২০১১ অর্থবছর	২০১১-২০১২ অর্থবছর	২০১২- ২০১৩ অর্থবছর	২০১৩-২০১৪ অর্থবছর
ইউরিয়া	২৩০০.০০	২৫৫৩.০০	২২৯৩.০০	২২৪৭.০০	২৪৬২.০০
টিএসপি	৩০০.০০	৪৩৫.০০	৬৭৮.০০	৬৫৪.০০	৬৮৫.০০
ডিএপি	৯০.০০	২৪২.০০	৪০৯.০০	৪৩৪.০০	৫৪৩.০০
এমওপি	২১০.০০	৩৬৫.০০	৬১৩.০০	৬১৩.০০	৫৭৬.০০
এনপিকেএস	১০২.০০	৭২.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৭.০০
জিংক	৩২.০০	৩৮.০০	৪৫.০০	২৪.০০	৪২.০০
জিপসাম	১০০.০০	১০৫.০০	১৪০.০০	৪০.০০	১২৬.০০
এম এস	০.০০	৭.০০	১০.০০	২২.২০	১৬.০০
মোট ঃ	**৩১৩৪.০০**	**৩৮১৭.০০**	**৪২১৩.০০**	**৪০৫৯.২০**	**৪৪৭৭.০০**

২০০৯-১০ অর্থবছরে সার ব্যবহারের পরিমান মোট ৩১.৩৪ লক্ষ মে. টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৩.০০ লক্ষ মে. টন। এর ধারবাহিকতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে সার ব্যবহার হয়েছে ইউরিয়া ২৫.৫৩ লক্ষ মে. টন এবং মোট

সার ব্যবহার হয়েছে ৩৮.১৭ লক্ষ মে. টন। ২০১২-১৩ মোট সার ব্যবহার হয়েছে ৪০.৫৯ লক্ষ মে. টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৪৭লক্ষ মে. টন। ২০১৩-১৪ মোট সার ব্যবহার হয়েছে ৪৪.৭৭ মে. টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৪.৬২ লক্ষ মে. টন ।

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার ব্যবহার

মাটির ভৌত গুণাবলী উন্নত করার লক্ষ্যে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে জৈব সার ব্যবহারে কৃষক উৎসাহিত হচ্ছেন এবং ফসলের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণকল্পে কৃষক পরিবারের বসতভিটায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমানে কম্পোস্ট সারের স্তুপ স্থাপন ও সবুজসার প্রদর্শণী স্থাপনকরে কৃষক পর্যায়ে জৈবসারের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বসত ভিটায় ৬.৯০ লক্ষ কম্পোস্ট সারের স্তুপ স্থাপন এবং ৬,৫৪ ৫টি সবুজসার প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে ।

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের বিভিন্ন প্রদর্শণী

সারণি-৫ঃ বিগত ৫ বছরে কৃষক পর্যায়ে জৈবসারের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ

জৈব সার	২০০৯-১০ অর্থবছর	২০১০-১১ অর্থবছর	২০১১-১২ অর্থবছর	২০১২-১৩ অর্থবছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
বসতভিটায় কম্পোস্ট সারের স্তুপ স্থাপন (লক্ষ)	২৫.০০	১৯.৮০	১৭.০০	৬.০	৬.৯০
সবুজসার প্রদর্শনী স্থাপন (টি)	৫,২০০	৫,৬৮০	৫,৪৮০	৫,৯০০	৬,৫৪ ৫

গুটি ইউরিয়া ব্যবহার

গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ইউরিয়া সাশ্রয়ের পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়। ইউরিয়া সারের সাশ্রয়ী ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ সালে বোরো ফসল আবাদের সর্বমোট ৭,৯৭,২৮৭ হেক্টর জমিতে ১,১৯,৫৯৩ মে. টন গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

ফসলের জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তির ব্যবহার

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান কৌশল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। বর্তমানে ফসল উৎপাদনে সেচ যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সম্পূরক সেচের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে এলাকা ছিল ৪৫.০৬ লক্ষ হেক্টর, যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫৪.০২ লক্ষ হেক্টর ।

সেচনালার মাধ্যমে সেচ প্রদান

দেশীয় পদ্ধতিতে জমিতে সেচ প্রদান

সারণি-৬: বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকৃত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০১১-২০১২ অর্থবছর	২০১২-২০১৩ অর্থবছর	২০১৩-২০১৪ অর্থবছর
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬
গভীর নলকুপ	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৭
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ ভেরি- ডিপসেট)	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৯
মোট সেচ	৫৩.২২	৫৩.৭৩	৫৪.০২

সেচ কাজে সুবিধার জন্য ডিএই'র ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী অ্যান্ড রিস্টোরেশন প্রজেক্ট থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১৫৩টি পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে।

সেচের পানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনো [Alternate Wetting and Drying (AWD)] প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সারাদেশে ১৮টি রাবার ড্যাম (২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত) তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। তাছাড়া খাল খনন ও পুনঃখননের কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে দেশের ১২০টি স্থানে রাইস Transplanter যন্ত্রের কার্যকারিতা কৃষকদের মাঝে প্রদর্শণ করা হয়েছে এবং ২৫টি জেলায় প্রদর্শণীর যন্ত্র সংরক্ষণের জন্য ২৫টি মেশিনসেড নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রদর্শণীর যন্ত্র পরিবহনের জন্য ২৫টি ট্রাক্টর ও ট্রলি সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ২১০ জন গ্রামিণ মেকানিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২১ দিনব্যাপী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে চারা রোপণ

কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তন

সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান

ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী অ্যান্ড রিস্টোরেশন প্রজেক্ট থেকে ৪৪০টি পাওয়ার টিলার, ১৭০টি এলএলপি, ২২৫টি ফুট পাম্প স্প্রেয়ার, ২৫৯টি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার এবং ৫৬৭টি USG Applicator কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

USG Applicator এর মাধ্যমে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র বিতরণ

উচ্চমূল্য ফসলে রেয়াতি হারে ঋণ প্রদান

উচ্চমূল্য ফসলের (ডাল, তৈল, মসলাজাতীয় ফসল) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪% রেয়াতি হার সুদে কৃষিখাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এতে কৃষকগণ উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে উৎসাহিত হচ্ছে এবং উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ২০১৩-১৪ সালে ডাল,তেল, সব্জি ও মসলা জাতীয় শস্যের উৎপাদন যথাক্রমে ৮.২৪, ৯.৬৫, ১৩৯.১৯ এবং ২৮.০২ লক্ষ মে.টন যা ২০১২-১৩ সালের (৭.৬৭, ৮.৯৪, ১৩২.২১ এবং ২৪.২২ লক্ষ মে.টন) তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ০.৫৭, ০.৭১, ৬.৯৮ এবং ৩.৮০ লক্ষ মে.টন ।

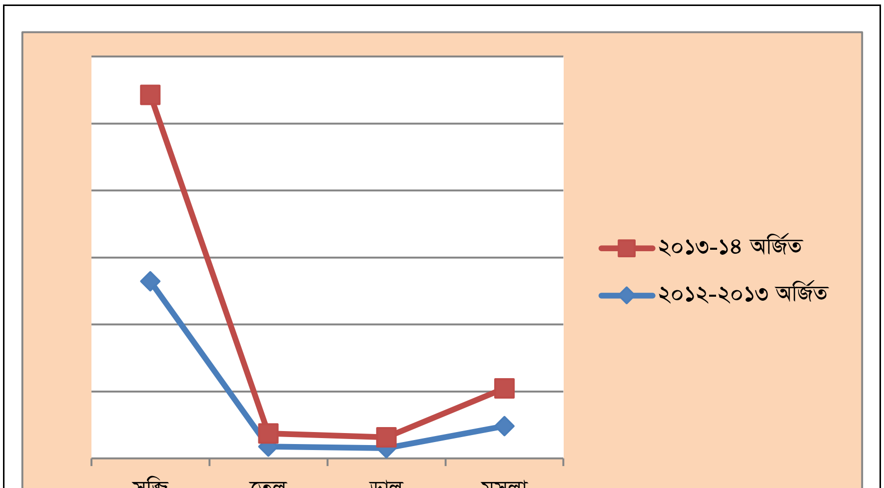

২০১২-১৩ সালের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালে ডাল, তেল, সব্জি ও মসলা জাতীয় শস্যের উৎপাদন

ফলবাগান ব্যবস্থাপনা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ফলের নতুন জাত সংগ্রহ করে যেমনঃ আম চৈতী, নাবী জাত- গৌড়মতি, বান্দে গৌড়ি, কাঁচামিঠা (তাইওয়ান), বিদেশ হতে সংগৃহিত ফলের নতুন জাতের-২৫টি গাছ নিয়ে ফলবাগান স্থাপন করা হয়েছে। সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ফলবাগান-৫৯৭টি, ড্রাগন ফলবাগান-৬৩৩টি এবং বসতবাড়ি ক্লাস্টার- ১৬৯৯টি নিয়ে প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফলবাগান স্থাপন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ১৫টি ব্লক প্রদর্শণী, ৫২৫টি বসতবাড়িতে প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিগত বছরগুলির তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে ফলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ।

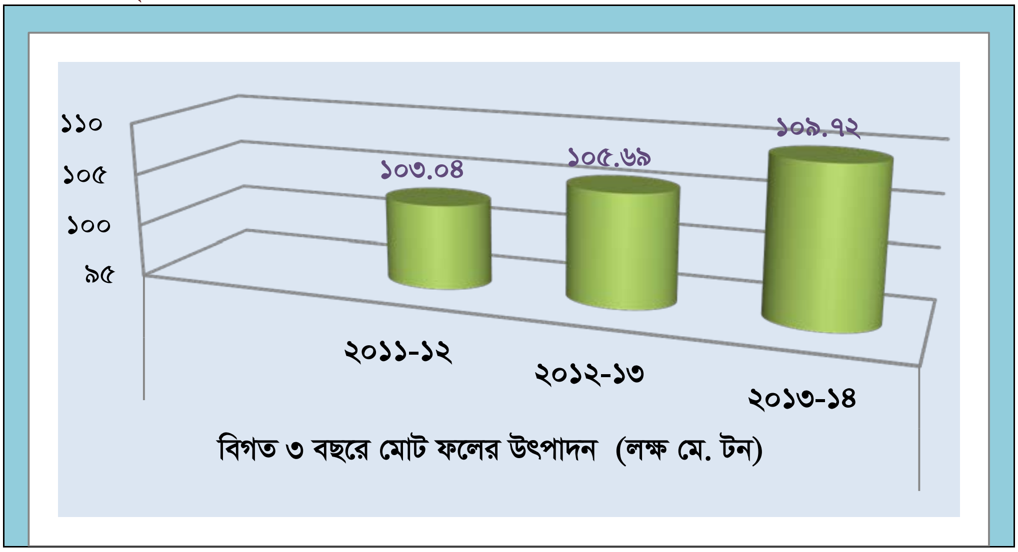

পরিবেশবান্ধব কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রিফ্রেশার্স কোর্স (বিভাগীয় প্রশিক্ষক) কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ৭৫টি, জৈবকৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শণী স্থাপন ২০০টি এবং কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়।

কৃষক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের জৈবকৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা

ফাইটোস্যানিটারী ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষার জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য, উপকারী জীবাণু এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল এর সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশী পোকামাকড় ও রোগবালাই দেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহণ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরনপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধি ও গতিশীল করে আসছে। বাংলাদেশের উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যেই ই-ফাইটোস্যানিটারী সার্টিফিকেট প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং দেশের সকল সংগনিরোধ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরী

আধুনিকীকরণের কাজ পর্যবেক্ষণ চলছে। এলক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে ফাইটোস্যানিটারী ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প কর্তৃক উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরীর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

সফট-এক্সরে মেশিন

সাধারণত বীজের অভ্যন্তরে ইনসেক্ট বা লার্ভা অথবা ইনসেক্টের ডিমের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে সফট-এক্সরে মেশিন ব্যবহার করা হয়।

ব্যায়রম্যান ফানেল

মাটি বা বীজ থেকে নেমাটোড আইসোলেশন করে সনাক্তকরণের জন্য ব্যায়রম্যান ফানেল ব্যবহৃত হয়।

সীড ময়েশ্চার মিটার

বীজ থেকে দ্রুত আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

হট প্ল্যাট উইথ ম্যাগনেটিক স্ট্যায়ার

ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়ার সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার প্রয়োজন হয়, আর এই মিডিয়া তৈরীতে উক্ত যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়।

দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফসল উৎপাদন সমস্যা যথা- লবণাক্ততা, উষ্ণতা, খরা, ভূ-গর্ভস্থ পানির সমস্যা ও বন্যা প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষকপর্যায়ে সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবিত উপকুলীয় অঞ্চলের লবনাক্ত এলাকায় ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান-৫৩, ব্রি ধান-৫৪, ব্রি ধান-৫৫, ব্রি ধান-৬১, বিনা- ৮ ও বিনা-১০ সম্প্রসারণ, হাওর এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রি ধান- ৪৯ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রি ধান- ৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৫৬, ব্রি ধান-৫৭ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি-২৬, বারি-২৭ এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত বারি-২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সব্জি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে ডিএই'র অধীনে তিনটি প্রকল্প (১) ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক-ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রকল্প; (২) ইমারজেন্সী-২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী অ্যান্ড রিস্টোরেশন প্রজেক্ট ও (৩) বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সব্জি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪০টি প্রদর্শনী স্থাপন ও ৪২১জন কৃষক, এসএএও ২০ব্যাচ এবং ০৫ব্যাচ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিঁ মোকাবেলায় সংগঠিত ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকিঁ মোকাবেলায় পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজিত কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম

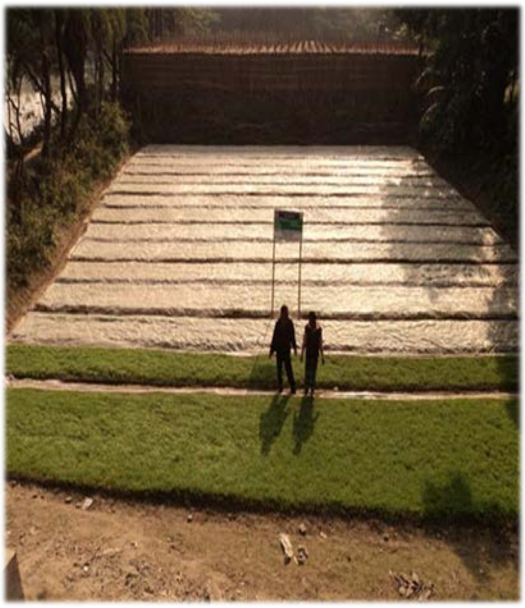

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে শুকনা বীজতলায় বোরো ধানের চারা উৎপাদন

বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান বেডে বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি চাষ

পাট উৎপাদন ও পাট আঁশের মান উন্নয়ন

২০১৩-১৪ সালে দেশে মোট পাট উৎপাদন হয়েছে ৭৪.৩৬ লক্ষবেল। পাট আঁশের গুনগতমান উন্নয়ন ও চাষীদের সহায়তার লক্ষ্যে রিবনার সরবরাহ এবং কৃষকদের রিবন রেটিং পদ্ধতির ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া উচ্চফলনশীল জাত ব্যবহারের জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

পাটের উচ্চফলনশীল জাত চাষ

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের (প্রায় ১.১ কোটি) পূর্নবয়স্ক নারীর প্রায় ৩০% কে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন বসত বাড়ীতে ফলমূল, শাকসব্জির

বাগান, ফসলবর্ধন কার্যক্রম, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, উচ্চমূল্য ফসল, মাশরুম, ফলবাগান, ক্যাকটাস চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধক কার্যক্রমে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে সম্পৃক্ত করতে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী বাস্তবায়ন করেছে।

বসতবাড়িতে সব্জি বাগান স্থাপন

মাশরুম চাষের মাধ্যমে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন

দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির উপর ৮.৩১ লক্ষ কৃষক/কৃষাণী ও ১৮ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ২৮% নারী। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ (এসসিডিপি) প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬০ হাজার কৃষক/কৃষাণীর মাঝে ৪% রেয়াতি হার সুদে ৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে যার ৩০% নারী। তাছাড়া মাটি ও আবহাওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনাপূর্বক উচ্চমূল্য ফসল মাশরুম, টমেটো (গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন), সীমসহ বিভিন্ন সব্জিবাগান সৃজনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮১৫০০ জন কৃষক/কৃষাণিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৬৫০টি ব্লক প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় ৭৮৫ জন কৃষক ও ৫৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার

সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচির আওতায় ডিএই'র বিভিন্ন ধরনের আইসিটিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইসিটি কর্মসূচির মাধ্যমে ডিএই'র মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে ৩৩টি কম্পিউটার, ৩৩টি প্রিন্টার এবং ১৫০ টি মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ১২০টি উপজেলায় মোট ৭৩২ টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) ইউনিয়ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে এবং এনএটিপি প্রকল্পভূক্ত ১২০টি উপজেলা ও ২৫টি জেলায় ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার, ইন্টারনেট মডেম সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি দ্রুত আদান প্রদান ও সবার জন্য কৃষি তথ্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকার আইসিটিভিত্তিক কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- ডিএই'র প্রধান কার্যালয় ২৫০(দুই শত পঞ্চাশ)টি কম্পিউটার সংযুক্ত করে উচ্চ গতির লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত LAN এর সংগে উচ্চগতির (৫ Mbps) ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং কার্যালয়কে উচ্চগতির WiFi Network এর আওতায় আনা হয়েছে।
- একটি ডাইনামিক বাইলিংগুয়াল ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। এটি জাতীয় ওয়েব পোর্টালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সংগে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সকল অফিসে ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডিএই'র ডোমেইন থেকে সকল কর্মকর্তার জন্য মোট ১৮৯০ টি ই-মেইল ঠিকানা দেয়া হয়েছে।
- ডিএই'র কর্মকর্তাদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি অনলাইন পিএমআইএস ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজস্ব ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ল্যাবে ই-কৃষি এবং আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ ল্যাবে ই-কৃষি এবং আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৯০ জন কর্মকর্তা ও ১০ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

কৃষকের মাঠে আইসিটির ব্যবহার

- কৃষি পণ্যের বাজার তথ্য সংগ্রহের জন্য “কৃষি বাজার” নামে একটি Webportal তৈরি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ডিএই’র একটি Facebook Page চালু করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায় হতে নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য Online reporting system চালু করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পন্ন জরিপ/ মূল্যায়ন কাজ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং কর্তৃক সম্পন্ন বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন এ্যাপ্রোচ ফর পোভাটি রিডাকশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন
২. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট-(ডিএই অংগ) এর প্রভাব মূলায়ন
৩. সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন
৪. দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন
৫. ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো প্রকল্প- এর প্রভাব মূল্যায়ন
৬. ব্লুগোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (ডিএই অংগ) এর বেইজলাইন সার্ভে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উইং ভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসন ও অর্থ উইং

এ উইং এর কাজ হচ্ছে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও নিরীক্ষা নিশ্চিত করা এবং নথিপত্র সংরক্ষণ করা।

প্রশাসন ও অর্থ উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- সকল উইং এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির কাজ সমন্বয়করণ
- মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসহ অত্র অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্বের হিসাব ও এর প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ
- বর্তমানে প্রচলিত সরকারি নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় সকল রাজস্ব ও প্রকল্প হিসাবের নিরীক্ষণ নিশ্চিতকরণ
- বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ প্রকল্পছকে গ্রহণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সেগুলো পুনর্বিন্যাস করার জন্য পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংকে উপদেশ প্রদান
- ডিএই'র ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ ও বদলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডিএই'র জনবলের হালনাগাদ তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ
- দ্রব্যসামগ্রী যথাসময়ে সংগ্রহ, সরবরাহ, সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের ব্যবস্থাকরণ এবং অফিসের জন্য সকল প্রকার সরবরাহ, গুদামজাতকৃত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও সম্পত্তির রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ
- ডিএই'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সরকারি বিধান মোতাবেক আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাকরণ
- ডিএই'র জনবলের (অফিসার ও কর্মচারি) কাজকর্মের মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে পুরস্কার/তিরস্কার সুনিশ্চিতকরণ
- ডিএই'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান

২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিয়োগ বা পদোন্নতি

- নিয়োগ ঃ ১) ১ম শ্রেণির ক্যাডার কর্মকর্তা - ৯৯ জন
  ২) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (তৃতীয় শ্রেণি) টেকনিক্যাল পদ - ৭৬০ জন

- পদোন্নতি ঃ ১) ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা - ১৪৭ জন
  ২) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (তৃতীয় শ্রেণি) টেকনিক্যাল পদ - ২০ জন

আর্থিক কর্মকৃতি (Financial Performance)

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ৬১০৯৬.৯৭ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে ৯টি কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে ১৬৫৭.০২ লক্ষ টাকা। অপরদিকে ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৩৯৩৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব প্রাপ্তি (Revenue Receipts)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান উৎস উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সংগনিরোধ, নার্সারির চারা ও বীজ বিক্রয়, কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ইত্যাদি। তবে এ দপ্তরের ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও সংগনিরোধখাত থেকে অর্জিত হয়। চট্টগ্রাম, মংলা বন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দরসহ ১২টি বন্দরে কাঁচামাল আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে সংগনিরোধ ফি আদায় বাবদ এ আয় হয়ে থাকে। বিগত ৫ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় আছে।

সারণি ৭ঃ- রাজস্ব আহরণ/প্রাপ্তি

(লক্ষ টাকায়)

	অর্থবছর				
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
রাজস্ব আহরণ/প্রাপ্তি	২২২৫.০৭	১৯৮০.৭২	১৭২৯.৬৫	১৯৫৪.৫৪	২০৪৬.৬৯

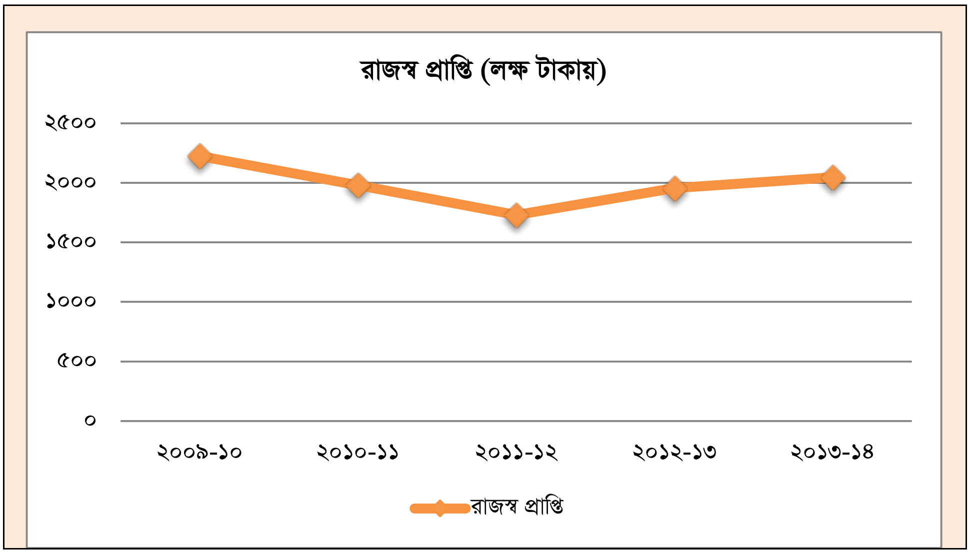

বিগত ৫ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব প্রাপ্তির তুলনামূলক চিত্র

ব্যয় কর্মকৃতি (Expenditure Performance)

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট অনুন্নয়ন ব্যয় (৯টি কর্মসূচিসহ) ৬১০৯৬.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল (৭টি কর্মসূচিসহ) ৭৫০৭৯.৮৮ লক্ষ টাকা । প্রকৃত ব্যয় মূল বাজেটের তুলনায় ৯৫.৩৮%, সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৯৮.১৮% এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১২-১৩) তুলনায় ১২২.৮৯%। অপরদিকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় মূল বাজেটের তুলনায় ১২৪.০৪%, সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৯৮.৬০% এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১২-১৩) তুলনায় ১৪৭.৭৩%। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট অনুন্নয়ন ব্যয় (৯টি কর্মসূচিসহ) ৬১০৯৬.৯৭ লক্ষ টাকা এবং মোট উন্নয়ন ব্যয় ছিল ২৬২৫৬.০০ লক্ষ টাকা।

সারণি ৮: সম্পদ ব্যবহারের চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয় খাত	পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১২-১৩) প্রকৃত ব্যয়	অর্থবছর ২০১৩-১৪					
		মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় (%)		
					পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায়	মূল বাজেটের তুলনায়	সংশোধিত বাজেটের তুলনায়
অনুন্নয়ন ব্যয়							
সাধারণ অনুন্নয়ন	৫৯৫৫৬.৫২	৭৭০৩০.৫৬	৭৪৭৮৩.৭২	৭৩৪২২.৮৬	১২৩.২৮%	৯৫.৩২%	৯৮.১৮%
কর্মসূচী	১৫৪০.৪৫	১৬৮৫.৯৪	১৬৮৫.৯৪	১৬৫৭.০২	১০৭.৫৭%	৯৮.২৮%	৯৮.২৮%
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	৬১০৯৬.৯৭	৭৮৭১৬.৫০	৭৬৪৬৯.৬৬	৭৫০৭৯.৮৮	১২২.৮৯%	৯৫.৩৮%	৯৮.১৮%
উন্নয়ন ব্যয়							
জিওবি	১৫৯৪২.০০	২১৩৪০.০০	২৪৫৭৫.০০	২৪৩৮৯.১৬	১৫২.৯৯%	১১৪.২৯%	৯৯.২৪%
প্রকল্প সাহায্য	১০৩১৪.০০	৯৯৩১.০০	১৪৭৬৪.০০	১৪৩৯৯.৪৭	১৩৯.৬১%	১৪৫.০০%	৯৭.৫৩%
মোট উন্নয়ন ব্যয়	২৬২৫৬.০০	৩১২৭১.০০	৩৯৩৩৯.০০	৩৮৭৮৮.৬৩	১৪৭.৭৩%	১২৪.০৪%	৯৮.৬০%
মোট ব্যয়	৮৭৩৫২.৯৭	১০৯৯৮৭.৫০	১১৫৮০৮.৬৬	১১৩৮৬৮.৫১	১৩০.৩৫%	১০৩.৫৩%	৯৮.৩২%

সরেজমিন উইং

ডিএই'র কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হলো সরেজমিন উইং। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এ উইং'র মূল কাজ। এছাড়াও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উপকরণের চাহিদা নিরূপন, বরাদ্দ ও মনিটরিং এবং মাঠের কার্যক্রম তদারকি করা। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, বার্ষিক রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সম্প্রসারণ বার্তা হিসেবে রূপান্তর করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা।

সরেজমিন উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বশেষ ছাড়কৃত উচ্চফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার সম্প্রসারণ
- গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি বিস্তারে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‍্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি)
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ
- সুষম সার ব্যবহার কলাকৌশল নিশ্চিতকরণ
- সেচ যন্ত্রের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি, সেচের পানি অপচয় রোধে AWD কার্যক্রমসহ অন্যান্য সেচ সহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন এবং উৎপাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান
- আউশ, আমন ও বোরো ধান ক্ষেতে কমপক্ষে ১০০% পার্চিং নিশ্চিতকরণ
- বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবেলার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ
- কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
- রোপা আমন আবাদে অনুদানে নাবী রোপা আমন চারা সরবরাহ এবং আউশ ও রোপা আমনে সম্পূরক সেচ ব্যবহার
- চরাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ভুট্টা আবাদ সম্প্রসারণ
- পাহাড়ি এলাকায় এবং বিভিন্ন ফল বাগানে সাথী ফসল হিসেবে আদা ও হলুদ চাষসহ সম্ভাবনাময় এলাকায় বিনা চাষে রসুন আবাদ সম্প্রসারণ
- শস্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারি, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল ও তৈল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণ
- হাওর এলাকায় আবাদ উপযোগী স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট হাইব্রিড ও ব্রিধান-২৮ আবাদে চাষিদের উৎসাহিতকরণ
- জৈব ও খামারজাত সার ব্যবহার এবং কলাকৌশল সম্প্রসারণ এবং সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চার চাষ সম্প্রসারণ

সারণি- ৯ : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাঠ ফসলের আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

ফলনঃ মে. টন/ হেক্টর, পাট এবং তুলার ক্ষেত্রেঃ বেল

ক্র. নং	ফসলের নাম	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অর্জিত (ডিএই)		
		জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (হেক্টর প্রতি)	জমি (লক্ষহেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (হেক্টর প্রতি)
১(ক)	**রোপা আমন ঃ**						
	হাইব্রিড	০.২০	০.৬৬	৩.৩০	০.২২৮	০.৭১১	৩.১২
	উফশী	৪০.০০	১০৮.৫৪	২.৭১	৩৯.৭৮৬	১০৫.৯১০	২.৬৬২
	স্থানীয়	১২.২১	১৯.২০	১.৫৭	১২.১৮৩	১৯.৯৯৮	১.৬৪১
	মোট রোপা আমন	**৫২.৪১**	**১২৮.৪০**	**২.৪৫**	**৫২.১৯৭**	**১২৬.৬১৯**	**২.৪২৬**
	বোনা আমন	৩.৮৯	৪.৩৬	১.১২	৩.১০৫	৩.৬১৪	১.১৬
	মোট আমন ঃ	**৫৬.৩০**	**১৩২.৭৬**	**২.৩৬**	**৫৫.৩০২**	**১৩০.২৩৩**	**২.৩৫৫**
(খ)	**আউশ ঃ**						
	হাইব্রিড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উফশী	৮.৫৫	২০.১৮	২.৩৬	৮.০৮	২০.২২	২.৫০৩
	স্থানীয়	৩.০০	৩.৯০	১.৩০	২.৪৩	৩.০৪	১.২৪৮
	মোট আউশ ঃ	**১১.৫৫**	**২৪.০৮**	**২.০৮**	**১০.৫১**	**২৩.২৬**	**২.২১৩**
(গ)	**বোরো ঃ**						
	হাইব্রিড	৬.৭০	৩১.৬১	৪.৭২	৬.৩৬	৩০.০৮৯	৪.৭৩
	উফশী	৪০.৪৪	১৫৬.১৮	৩.৮৬	৪১.০১	১৫৮.৯৮৫	৩.৮৮
	স্থানীয়	০.৬৬	১.৩৭	২.০৮	০.৫৩	০.৯৯৮৫	১.৮৮
	মোট বোরো ঃ	**৪৭.৮০**	**১৮৯.১৬**	**৩.৯৬**	**৪৭.৯০৩**	**১৯০.০৭২**	**৩.৯৬৮**
ধানের মোট জমি ও চাউল		**১১৫.৬৫**	**৩৪৬.০০**	**২.৯৯**	**১১৩.৭২**	**৩৪৩.৫৬৫**	**৩.০২**
২	গম	৪.২০	১২.৮১	৩.০৫	৪.৩০	১৩.০২	৩.০৩
৩	ভূট্টা (শীত)	২.৭৫	১৯.৯৪	৭.২৫	৩.০৬	২১.৬২	৭.০৬
	ভূট্টা (গ্রীষ্ম)	০.৪২	২.৪২	৫.৭৬	০.৫৮	৩.৫৪	৬.১০
	মোট ভূট্টা ঃ	**৩.১৭**	**২২.৩৬**	**৭.০৫**	**৩.৬৪**	**২৫.১৬**	**৬.৯১**
৪	**আলু**	**৪.৪০**	**৮৬.৫০**	**১৯.৬৬**	**৪.৬২**	**৮৯.৫০**	**১৯.৩৭**
৫	**মিষ্টি আলু**	**০.৪৬**	**৭.৬৪৫**	**১৬.৬২**	**০.৪৪**	**৭.৪২**	**১৬.৭৭**
৬	ইক্ষু (মিল বহির্ভূত)	০.৫০	২৩.৯০	৪৭.৮০	০.৪০	১৯.০০	৪৭.৮২
	ইক্ষু (মিল এলাকায়)	০.৮৩	৪২.০০	৫০.৬০	০.৭০	৩৩.০৭	৪৬.৯৫
	মোট ইক্ষু ঃ	**১.৩৩**	**৬৫.৯০**	**৪৯.৫৫**	**১.১০**	**৫২.০৭**	**৪৭.২৭**
৭	পাট (দেশী)	০.৬৫	৫.৫৬	৮.৫৫	০.৪৬	৪.২৩	৯.২০
	পাট (তোষা)	৬.৬০	৭১.৯৪	১০.৯০	৫.৮৮	৬৭.৪৮	১১.৪৮
	পাট-মেস্তা-কেনাফ	০.৩২	২.৬৪	৮.২৫	০.৩২	২.৬৫	৮.২৮
	মোট পাট ঃ	**৭.৫৭**	**৮০.১৪**	**১০.৫৯**	**৬.৬৬**	**৭৪.৩৬**	**১১.১৭**
৮	সব্জী (শীত)	৪.৯৫	৯২.৫৬৫	১৮.৭০	৪.৮৯	৯৬.৫৭	১৯.৭৪
	সব্জী (গ্রীষ্ম)	২.৭০	৩৭.৮০	১৪.০০	২.৮১	৪২.৬২	১৫.১৬
	মোট সব্জী ঃ	**৭.৬৫**	**১৩০.৩৭**	**১৭.০৪**	**৭.৭০**	**১৩৯.১৯**	**১৮.০৭**
৯	সরিষা	৫.২০	৬.২৪	১.২০	৫.৩২	৫.৯৬	১.১২

ক্রমিক	ফসলের নাম	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অর্জিত (ডিএই)		
		জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (হেক্টর প্রতি)	জমি (লক্ষহেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (হেক্টর প্রতি)
১০	চীনাবাদাম (শীত)	০.৮০	১.২২	১.৫২	০.৭৫	১.১৫	১.৫৪
	চীনাবাদাম (গ্রীষ্ম)	০.১০	০.১৬	১.৬০	০.০৯	০.১৫	১.৭০
	মোট চীনাবাদান	**০.৯০**	**১.৩৮**	**১.৫৩**	**০.৮৪**	**১.৩০**	**১.৫৬**
১১	তিসি	০.০৫	০.০৫০	১.০০	০.০৫	০.০৫	০.৯৭
	তিল (শীত)	০.২৫	০.১৫৫	০.৬২	০.১২	০.১১	০.৯৮
	তিল (গ্রীষ্ম)	০.৭৫	০.৭৫	১.০০	০.৯১	০.৮৭	০.৯৬
	মোট তিল ঃ	**১.০০**	**০.৯১**	**০.৯১**	**১.০৩**	**০.৯৯**	**০.৯৬**
১২	সয়াবিন	০.৬৭	১.১৭৯	১.৭৬	০.৭১	১.৩৫	১.৯০
	সূর্যমুখী	০.১০	০.১০	১.০০	০.০৩	০.০৪২	১.৬৬
	মোট তেলঃ	**৭.৯২**	**৯.৮৫**	**১.২৪**	**৭.৯৭**	**৯.৬৫**	**১.২১**
ডাল জাতীয় ঃ							
১৩	মসুর	১.৬৬	২.১২৫	১.২৮	১.৮২	২.৩২	১.২৮
১৪	ছোলা	০.০৯	০.১১৬	১.২৯	০.০৮	০.০৯	১.০৯
১৫	মুগ (শীত)	১.২৫	১.১৫	০.৯২	১.২১	১.১৬	০.৯৬
	মুগ (গ্রীষ্ম)	০.৫০	০.৫৮	১.১৬	০.৫২	০.৬৫	১.২৫
	মোট মুগ ঃ	**১.৭০**	**১.৬৬**	০.৯৮	**১.৭৩**	**১.৮১**	১.০৪
১৬	মাসকলাই	০.৪৯	০.৪৯	১.০০	০.৪৪	০.৪৫	১.০১
১৭	খেসারী	২.৬৭	২.৭৫	১.০৩	২.৮৪	৩.০১	১.০৬
১৮	মটর	০.১০	০.১২১	১.২১	০.১১	০.১৩	১.১৭
১৯	অড়হড়	০.০১	০.০১২	১.১৭	০.০১	০.০১	১.১৬
২০	ফ্যালন	০.৪৬	০.৫৩	১.১৬	০.৩৭	০.৪২	১.১৫
মোট ডাল ঃ		**৭.১৮**	**৭.৮১**	**১.০৯**	**৭.৪০**	**৮.২৪**	**১.১১**
মসলা জাতীয়ঃ							
২১	পিঁয়াজ	১.৮৬	১৪.৮৮	৮.০০	১.৮৭	১৭.০১	৯.১০
২২	রসুন	০.৬৬	৪.২৯	৬.৫০	০.৬৬	৪.৩০	৬.৫৫
২৩	ধনিয়া	০.৩৫	০.৪০	১.১৫	০.৩৩	০.৩৮	১.১৪
২৪	মরিচ (শীত) শুকনা	১.৫৫	২.০৯	১.৩৫	১.৪৪	২.০৫	১.৪২
	মরিচ (গ্রীষ্ম) শুকনা	০.৩৫	০.৫৮	১.৬৬	০.৩৬	০.৬৩	১.৭৭
	মোট মরিচঃ	**১.৯০**	**২.৬৭**	**১.৪১**	**১.৮০**	**২.৬৮**	**১.৪৯**
২৫	আদা	০.২০	২.০৪	১০.২০	০.১৬	২.০৭	১২.৬৯
২৬	হলুদ	০.৪৫	১.৬৭	৩.৭১	০.৪৩	১.৫৮	৩.৭১
মোট মসলাঃ		**৫.৪২**	**২৫.৯৬**	৪.৭৯	**৫.২৪**	**২৮.০২**	**৫.৩৪**
২৭	তুলা আমেরিকান	০.৩৫	১.৮৭	৫.৪৭	০.২৫	১.৩৭	৫.৪৯
	তুলা পাহাড়ী	০.১৮	০.১৬	০.৯৩	০.১৭	০.০৮	০.৪৮
	মোট তুলা ঃ	**০.৫২**	**২.০৫**	**৩.৯৪**	**০.৪১৫**	**১.৪৪৬**	**৩.৪৮৫**

* আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু ও পাট ফসল ডিএই ও বিবিএস কর্তৃক সমন্বয়কৃত (২০১৩-১৪)।
* বিঃ দ্রঃ কোন কোন ফসল এক অর্থবছরে রোপণ/বপণ করে পরবর্তী অর্থবছরে কর্তন করা হয় (যেমনঃ আউশ, বোনা আমন, পাট, আখ, আদা, হলুদ) সে সকল ফসলের ক্ষেত্রে কর্তনকালীন অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ক্রপস উইং

ক্রপস উইং দানাদার, ডাল, তৈলবীজ, পাট, আখ, তামাক, পান, বাঁশ ইত্যাদি ফসলের উন্নয়নে কাজ করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য উন্নত প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করে। ফসল উৎপাদনের জন্য মহাপরিচালককে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগীতা এবং জেলা পর্যায়ে উপপরিচালকদের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে। সরকারকে শুল্ক এবং অন্যান্য নীতি র্নিধারণী বিষয়, ফসলের উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে।

ক্রপস উইং এর প্রধান দায়িত্ব

মৌসুমভিত্তিক সকল প্রকার ফসলের আবাদ ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটরিং করা উইং এর প্রধান দায়িত্ব। অত্র উইং তথ্য সংগ্রহ ও প্রযুক্তি বিস্তারের জন্য ফসল উৎপাদন কৌশল উন্নয়নের জাতীয় কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির (NATCC) এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহের মধ্যে ফসলের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও কারিগরি লিয়াজো রক্ষার প্রধান সংযোগ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

- সকল প্রকার ফসলের আবাদ, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন
- নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসলের (রবি ও খরিফ মৌসুমে) আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- বিভিন্ন প্রকার ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি বিস্তারে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন
- ফসল উৎপাদন ও বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গৃহিত প্রকল্পগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়করণ
- চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমন্বয়করণ
- ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের আয়োজন
- দানাদার, তেলজাতীয়, ডালজাতীয় ও অর্থকরী বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কৃষি নীতিসমুহের উন্নয়ন
- নিবিড় শস্য উৎপাদন কর্মসূচি, সম্প্রসারণ পদ্ধতি উন্নয়ন এবং সেগুলো সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠে খাপ খাওয়ানো
- জাতীয় পর্যায়ে ফসলের চাহিদা সম্পর্কে পরিকল্পনা ও মনিটর করে সরকারকে সহায়তাকরণ
- মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের নিমিত্তে কর্মসংস্থানমূলক নমুনা কর্মসূচিসমূহ প্রণয়নের কাজ তত্ত্বধান
- বিশেষজ্ঞদের পারদর্শিকতা সুনিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট বিষয় মাঠ পর্যায়ে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি নির্ধারণী প্রস্তাব প্রণয়ন
- পাটচাষি সমিতির কর্মকান্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে পাট চাষীদেরকে সুসংগঠিত করে উন্নতমানের পাট চাষের কলাকৌশল প্রয়োগ এবং কৃষক পর্যায়ে পাটসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ
- তামাক উৎপাদন নিরুৎসাহিতকরণে কার্যক্রম পরিচালনা

সারণি ১০ : পাট ও আখ চাষ উন্নয়নে ২০১৩-১৪ মেয়াদে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্য

কর্মকাণ্ডের নাম	অর্জিত সাফল্য সমূহের বছরওয়ারী বিবরণ					
	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
পাটের আবাদকৃত জমি (**লক্ষ** হেঃ)	৪.৫৬	৮.০৩	৭.৬০	৬.৮১	৬.৬৬	৭.০১
পাট উৎপাদন (**লক্ষ** বেল)	৪৯.৩৯	৮৪.৬০	৮০.৮৩	৭৬.১১	৭৪.৩৬	৭৭.০১
রিবনার বিতরণ (টি)	-	১৫,৩৯৬	১৫,৩৯৬	-	-	-
রিবন রেটিংয়ে সহায়তা প্রদান (টাকা)	-	-	৩০,৭৯,২০০	-	-	-
আখের আবাদকৃত জমি, নন-মিল জোন (**লক্ষ** হেঃ)	০.৬৩	০.৫৩	০.৫২	০.৪৮	০.৪৩	০.৪০
আখ উৎপাদন,নন-মিল জোন(**লক্ষ** মেঃটন)	২৩.০৮	১৯.৮৯	২৪.৩২	২২.৯৪	২০.৫৬	-
উন্নত পদ্ধতিতে আখ চাষে কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৪০	-

হর্টিকালচার উইং

দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টি সমস্যা সমাধান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, পরিবেশবান্ধব কৃষি, উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদামাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং সুনির্দিষ্ট কর্মপকিল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্যান ফসল সম্প্রসারণ, মাতৃবাগান সৃজন, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন বীজ, চারাকলম উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে সরবরাহের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে হর্টিকালচার উইং এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ উইং'র মাধ্যমে দেশে মাশরুম চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মাশরুমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে সাভারে একটি আধুনিক গবেষণাগারসহ স্বয়ংসম্পূর্ন মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে।

হর্টিকালচার উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- হর্টিকালচার সেন্টার পরিচালনা ও সেবা প্রদান
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রতিবছর ফল, ফুল, কন্দাল, সজি ও ঔষধিগাছের মানসম্মত চারা ও কলম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করে সূলভ মূল্যে বিক্রয়
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল, ফুল, কন্দাল ও সজির জাতসমূহ সংগ্রহপূর্বক এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং উপযোগী জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্টসম্পন্ন (আগাম, নাবী ও বারমাসি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃবৃক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন সংগ্রহ করে কলম তৈরী ও ঐসব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থাকরণ
- উদ্যান ফসলের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ
- বাংলাদেশে ফল ও ফুলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
- শাকসজি, মশলা ও কন্দাল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
- জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফলমেলার আয়োজন ও ফলবৃক্ষ রোপণ এবং ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কৃষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃতকরণ
- দেশীয় ফলের পরিচিতি বাড়ানো ও বার মাস ফল প্রাপ্যতার কৌশল নির্ধারণ
- বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- নতুন ফলবাগান সৃজন ও বাগান ব্যবস্থাপনা
- বাংলাদেশে উদ্যান ফসল উৎপাদনের সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান

হর্টিকালচার উইং কর্তৃক ফল-সবজির চারা/কলম/বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় হর্টিকালচার উইং কর্তৃক সারাদেশে গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ফলদ ও ঔষধির মোট ১৩৩৮৬৯০৫টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে ঢাকায় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে

এবং বিভিন্ন ফল-সব্জির চারা/কলম/বীজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ ২,৭৭,৫২,৫৩৪.০০ টাকা আয় করেছে।

সারণি ১১ : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ফল-সব্জির চারা/কলম/বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ক্রমিক নং	ফল-সব্জির চারা/কলম/বীজ	উৎপাদন	বিতরণ
১	ফলের চারা/কলম	৩৯,৫২,১১৭ টি	২১,২৮,৮৬৭ টি
২	মশলার চারা/কলম	১০৯৮৫৯ টি	৯৭৫০৯ টি
৩	সবজির চারা	৮৩৩৯১৬ টি	৮০১৩৬৭ টি
৪	সবজির বীজ	২৫১৬.৫০ কেজি	৪০৬.৪২৫ কেজি
৫	মাশরুম স্পন ও মাশরুম	৭৪৫৮৯৬ প্যাকেট	৭৪০০০০ প্যাকেট
৬	অন্যান্য চারা/কলম	২৩৯২৮৮ টি	১৫৫৮৭৬ টি

সারণি ১২ : বিগত ৩ বছরে বিভিন্ন ফলের উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)

ফলের নাম	২০১১-১২ অর্থবছর	২০১২-১৩ অর্থবছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
আম	১৪.৮৭	১৫.০৪	১৭.৯৪
কাঁঠাল	১৮.৮	৩২.১২	১৬.১৯
লিচু	১.১৯	১.২	১.৯১
পেঁয়ারা	৩.১৩	৩.১৪	৩.০২
কলা	১৪.০৬	১৫.০২	১৫.৮
পেঁপেঁ	৪.৪৯	৪.৫৩	৪.৬৯
কুল	১.৬০	১.৬	১.৫৩
নারকেল	৫.৭	৫.৯২	৫.২৫
অন্যান্য	৩৯.২	২৭.১২	৪৩.৩৯
মোট	১০৩.০৪	১০৫.৬৯	১০৯.৭২

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর মাধ্যমে সারাদেশে আবাদকৃত ফসল ও ফলমূলের ক্ষতিকারক রোগবালাই থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রোগবালাই দ্বারা ফসল আক্রান্ত হলে ফসল রক্ষার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক কারিগরি পরামর্শ দান ও সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষককে সহায়তা দান, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল নিরূপন, রোগবালাই সম্পর্কে জরিপ ও আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষককে সতর্ক করা হয়। এছাড়াও মাঠ ফসলে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশকের নিবন্ধন, উৎপাদন ও বিপণনে লাইসেন্স প্রদান এবং বালাইনাশকের মান-নিয়ন্ত্রনে ও বিধিবদ্ধ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ উইং এর প্রধান কাজ।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- রোগবালাই আক্রমণের বর্তমান ঘটনা জরিপ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং এগুলোর বড় ধরণের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তা দমনের জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনার সুপারিশ প্রদান
- রোগবালাই প্রাদুর্ভাবের আগাম সতর্কীকরণ এবং জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি ফলপ্রসু ও কার্যকর কৌশল নির্ধারণসহ প্রয়োজনবোধে প্রস্তুতি ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সুপারিশকরণ
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তারকরণ
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উদ্বদ্ধুকরণ, উপকারি পোকা-মাকড় সংরক্ষণ এবং বালাইনাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ
- সকল প্রকার বালাইনাশকের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নসহ সকল ধরণের লাইসেন্স (আমদানি, পাইকারি, রি-প্যাকিং, ফরমুলেশন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি) প্রদান ও নবায়নকরণ
- কীটনাশকের মান নিরূপণের প্রক্রিয়া দেখাশোনা এবং এর উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
- কীটনাশক ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও পরিবীক্ষণ করা এবং পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম ও নীতিমালার সুপারিশ প্রদান
- কৃষকদের স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার ও বিস্তারের জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও কীটনাশকের মান সম্পর্কে গবেষণা ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সম্প্রসারণ বার্তা ও তথ্য প্যাকেজে রূপান্তরের কাজ তত্ত্বাবধানকরণ
- উদ্ভিদ সংরক্ষণ, বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার ওপর মাঠ পর্যায় থেকে (জেলা বিশেষজ্ঞগণ ও বিভিন্ন কৃষি কারিগরি কমিটি থেকে) কারিগরি উপদেশের জন্য অনুরোধ আসলে তা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
- উদ্ভিদ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন, রোগবালাই এর অতন্দ্র জরিপ সম্পর্কিত কাজ, প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা গ্রহণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সনাক্তকরণ, কীটনাশকের উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট কৃষি নীতিমালা প্রণয়ন
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে কাজ করা, গবেষণার ফলাফল এবং বর্হিবিশ্ব ও বেসরকারি সংস্থা থেকে বালাই ব্যবস্থাপণার নতুন প্রযুক্তির ওপর তথ্য সংগ্রহকরণ।

সারণি ১৩: ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কার্যক্রম

কার্যক্রম	২০১২-১৩ অর্থবছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
১. বালাইনাশকের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান (সংখ্যা)	৫১১	৫০৪
২. বালাইনাশকের বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স (সংখ্যা)	১৬৫	১৫৮
৩. রেজিষ্ট্রেশন বাতিল (সংখ্যা)	৮৩	৮৪
৪. বালাইনাশকের রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান (টাকা)	১৩৮৯৫৮৫০	১৩৫৮৪৬০০
৫. বালাইনাশকের নমুনা পরিক্ষার (সংখ্যা)	১০৭৫	১১৪৮
৬. বালাইনাশক মান সম্পন্ন না হওয়ায় প্রত্যাহারকৃত ব্যাচ (সংখ্যা)	২৮	১৮
৭. ইঁদুর নিধন (সংখ্যা)	১৩৬২৮৭৯১	১৪৯৯৫৩২৪

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর একটি গুরুত্বপূর্ন অংগ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে WTO-SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) Agreement অনুযায়ী উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করা উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর জন্য বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষার জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য, উপকারী জীবাণু এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল এর সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশী পোকামাকড় ও রোগবালাই দেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরনপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধি ও গতিশীল করে আসছে। বাংলাদেশের উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যেই ই-ফাইটোসেনেটারী সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রবর্তন এবং দেশের সকল সংগনিরোধ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণের কাজ এ উইং এর পর্যবেক্ষণে চলছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ এর বাস্তবায়নই উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর মূল লক্ষ্য।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- অন্যদেশ হতে বাংলাদেশে সংগনিরোধ বালাই এর অনুপ্রবেশ রোধের লক্ষ্যে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি, উপকারী জীবাণু ও প্যাকিং দ্রব্যাদির আমদানি নিয়ন্ত্রণ
- আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে আমদানিকারী দেশের উদ্ভিদ স্বাস্থ্যসুরক্ষা চাহিদা মোতাবেক উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি, বালাই, উপকারী জীবাণু ও প্যাকিং দ্রব্যাদির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ
- আন্তর্জাতিক পরিবহণে রয়েছে এমন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি, উপকারী জীবাণু এবং প্যাকিং দ্রব্যাদির কনসাইনমেন্ট, যা বালাই এর বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানকরণ
- বালাই এর প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তার রোধের লক্ষ্যে বর্ধনশীল উদ্ভিদ, আবাদকৃত এলাকা, গুদামজাত অথবা ট্রানজিটরত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি পরিদর্শন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
- আমদানিকারী দেশের উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ
- উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির কনসাইনমেন্ট ও এদের কনটেইনার, প্যাকিং দ্রব্যাদি, সংরক্ষণ স্থান অথবা বাহন বালাই আক্রমণমুক্ত বা সংক্রমণমুক্ত করার নিমিত্ত শোধন কার্যক্রম পরিচালনা
- উপকারি জীবাণুর বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ
- সংক্রমিত এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা
- উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির প্রবেশোত্তর সংগনিরোধ (post-entry quarantine) কার্যক্রম পরিচালনা এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন
- বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ (pest risk analysis) এবং বালাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (pest risk management) কার্যক্রম পরিচালনা
- উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাদি হালনাগাদ এবং সমন্বয় (harmonization) করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ বা শর্তারোপকৃত (restricted) উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি, বালাই ও উপকারী জীবাণুর তালিকা নিয়মিত পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ

- বিভিন্ন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক অথবা অন্যান্য জাতীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণ সংস্থার সাথে কারিগরি তথ্য, মতামত ও প্রতিবেদন বিনিময়
- নির্দিষ্ট বালাই এর ডায়াগনোসিস, সনাক্তকরণ এবং পরিচিতি নির্ণায়ক কার্যক্রম পরিচালনা
- বাংলাদেশে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এর উন্নতি সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা
- উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত বা স্বাক্ষরকারী এমন আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রটোকল, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং উদ্ভিদ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম অনুসরণ, পরিচালনা ও সমন্বয়করণ
- জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজমস (GMO), লিভিং মডিফাইড অর্গানিজমস (LMO) এবং এলিয়েন ইনভেসিভ স্পেসিস এর ট্রান্সবাউন্ডারী মুভমেন্টস এবং এদের অনুপ্রবেশ ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রণকরণ
- বাংলাদেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ সংগনিরোধ সম্পর্কিত বালাই এর উপর জরিপ, নজরদারী (surveillance) ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা
- বাংলাদেশের ভিতরে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির বালাই সম্বন্ধীয় তথ্যাদি, এদের আক্রমণ বা সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতি ও এর নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদি সংরক্ষণ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর মাধ্যমে উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি হয়েছে ৯৫৭২৮৮৫ মে:টন এবং রপ্তানি হয়েছে ৮৫৯১৩৯.০০ মে:টন। ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং কর্তৃক উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি খাতে রাজস্ব আয় নন-ট্যাক্র রেভিনিউ (ফিস) হয়েছে মোট ১২,৪৬,৫২,২১৭/- টাকা ।

সারণি ১৪: বিগত ৫ বছর ও ২০১৩-১৪ সালে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির মোট পরিমাণ

ক্র/ নং	অর্থবছর	উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির মোট পরিমাণ (মেঃ টন)	উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মোট পরিমাণ (মেঃ টন)
১।	২০০৮-২০০৯	৭৯,৫৪,৬৯০.৯৯	৬,৫১,৪৩৭.৮৯
২।	২০০৯-২০১০	১,৬১,৪২,০১৪.৯৬	৭,১৩,৩৭৮.০৫
৩।	২০১০-২০১১	৯৮,৩৯,০৫৫.৯৪	৭,৭০,৭৭৮.৮৯
৪।	২০১১-২০১২	৭৭,১০,৩৩৯.৯৬	৯,৮০,৫২৫.২৪
৫।	২০১২-২০১৩	৭২,৩৪,২৯৪.১৬	১০,৩৮,২৩৪.২৬
৬।	২০১৩-২০১৪	৯৫,৭২,৮৮৫.৩২	৮,৫৯,১৩৯.৮৪

সারণি ১৫: বিভিন্ন বছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি খাতে কোয়ারেন্টিন ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় (টাকায়)

ক্র/নং	অর্থবছর	আমদানি আয় (টাকায়)	রপ্তানি আয়(টাকায়)	সর্বমোট আয় (টাকায়)
১।	২০০৮-২০০৯	৭,৬৮,৭৮,৩১১/-	৮৩,১৭,৬১৬/-	৮,৫১,৯৫,৯২৭/-
২।	২০০৯-২০১০	৯,০৯,৩৭,৩৫০/-	১,০৩,৬৫,৭৪৯/-	১০,১৩,০৩,০৯৯/-
৩।	২০১০-২০১১	১১,৪৬,৫৪,৭০৪/-	১,৫৩,৬৯,৮১৫/-	১৩,০০,২৪,৫১৯/-
৪।	২০১১-২০১২	৭,৩২,৯৭,৫৭৬/-	১,৬৫,৫০,৯৫৬/-	৮,৯৮,৪৮,৫৩২/-
৫।	২০১২-২০১৩	৮,৩০,৫৫,৩২৪/-	১,৯৮,৬৬,৭০৭/-	১০,২৯,২২,০৩১/-
৬।	২০১৩-২০১৪	১০,৩০,৫০,৫৫৭/-	২,১৬,০১,৬৬০/-	১২,৪৬,৫২,২১৭/-

প্রশিক্ষণ উইং

প্রশিক্ষণ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং। ডিএই'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ উইং'র দায়িত্ব। তাছাড়া এ উইং ডিএই'র বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে থাকে এবং তা ১৫টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও সার্ভির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে ১৫টি এটিআইতে ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- অধিদপ্তরের সকলস্তরের কর্মচারিগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণসূচি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন
- ডিএই'র জন্য প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়নের কাজ তত্ত্বাবধান
- প্রশিক্ষণ চাহিদা, অন্যান্য উইং এর প্রয়োজনীয়তা এবং ডিএই এর নীতিমালার আলোকে দেশাভ্যন্তর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ সকল বিভাগীয় চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মাস্টারপ্লান প্রস্তুতকরণ
- মাস্টার ট্রেনিং প্লানের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন তদারকিকরণ, প্রয়োজনবোধে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ও প্রস্তুতকরণ, শিক্ষা সামগ্রীর পরিকল্পনা ও ব্যবহার তদারকিকরণ
- ফসলভিত্তিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের (বড়, মাঝারী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক) কৃষকদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের বার্ষিক প্লান তৈরি ও তদারকির ব্যবস্থাকরণ
- কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং ১৫টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সার্বিক পরিচালনা তদারকিকরণ।

প্রশিক্ষণ উইং এর কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ উইং এবং দেশের বিভিন্ন জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-৩,৫১৩ জন, এসএএও-১৪,৭৪০ জন এবং কর্মচারী-৪৯ জন সহ মোট-১৮,৩০২ জনকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫৫ ও ৫৬ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ৬৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৩১ ও ৩২ তম ব্যাচের বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ২৩৫ জন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য ৭৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর, সেমিনার, অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪টি সরকারি এটিআইতে ২৩৬৬ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

সারণি ১৬: ২০১৩-১৪ মেয়াদে প্রশিক্ষণ উইং এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্য

কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক - ২,২১,৪৩৯ জন	কৃষাণী- ৬৯,৯১৬ জন	মোট ২,৯১,৩৫৫ জন
কর্মকর্তা/ কর্মচারি প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা- ৩.৫১৩ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা-১৪,৭৪০ জন	কর্মচারী-৪৯ জন	মোট- ১৮,৩০২ জন
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি	লক্ষ্যমাত্রা ২,২১৫ জন ছাত্রছাত্রী		মোট ভর্তি ২,৩৬৬ জন ছাত্রছাত্রী

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় পর্যায়ে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও বহিঃসম্পদ বিভাগ এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এ উইং এর প্রধান কাজ।

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর প্রধান দায়িত্ব

- ডিএই কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে অধিদপ্তরের জন্য একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- নতুন প্রকল্প ও নীতি নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ডিএই এর নীতি ও কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করতে ডিএই এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন
- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি এবং অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সহায়তা লাভের জন্য ইপিআইসিসি (EPICC) এর ডোনার কন্সালটেটিভ সাবকমিটি'র মাধ্যমে দাতা সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করা
- প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কাজ সম্পন্নকরণ
- প্রকল্প পরিচালকগণের সহযোগিতায় প্রকল্পগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজ তদারকি ও সমন্বয়করণ
- থানা, জেলা ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পেশকৃত পরিবীক্ষণ উপাত্ত বিশ্লেষণ
- বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এর যাচিত তথ্য প্রদান করা, ডিএই এর প্রকল্প পর্যালোচনার মাসিক সভায় যোগদান করা এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় ডিএই এর প্রতিনিধিত্বকরণ
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে পেশ করার জন্য সকল প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের সংস্থাগুলোর সাথে যোগসূত্র রক্ষাকরণ
- ডিএই এর তথ্য প্রণালী ব্যবস্থাপনা (MIS) পরিচালনার কাজ দেখাশোনা করা এবং সকল এমআইএস (MIS) ও কম্পিউটার সম্পর্কিত কাজের অনুমোদন প্রদান
- কর্ম সম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্ণিত কৌশলের বিপরীতে সম্প্রসারণ সেবার কর্মসম্পাদন, দক্ষতা এবং কার্যকারীতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।

সারণি ১৭: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকল্প/ কর্মসূচির কার্যক্রম

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অগ্রগতি (আর্থিক)
৩২টি	৩৯৩৩৯.০০	৩৮৭৮৯.০০	৯৮.৬০%
কর্মসূচির সংখ্যা			
৯টি	১৬৮৫.৯৪	১৬৫৭.০২	৯৮.২৮%

সারণি ১৮: ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় ব্যবহারের চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয় খাত	পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১২-১৩) প্রকৃত ব্যয়	অর্থবছর ২০১৩-১৪		
		মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
জিওবি	১৫৯৪২.০০	২১৩৪০.০০	২৪৫৭৫.০০	২৪৩৮৯.১৬
প্রকল্প সাহায্য	১০৩১৪.০০	৯৯৩১.০০	১৪৭৬৪.০০	১৪৩৯৯.৪৭
মোট উন্নয়ন ব্যয়	২৬২৫৬.০০	৩১২৭১.০০	৩৯৩৩৯.০০	৩৮৭৮৮.৬৩

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৩২টি প্রকল্পে **৩৮৭৮৮.৬৩** লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এর মধ্যে ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে প্রকল্পসাহায্য ছিল ৩৭% এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মোট ২৫টি প্রকল্প (৯টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট) ২৬২৫৬.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয় এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৯% ।

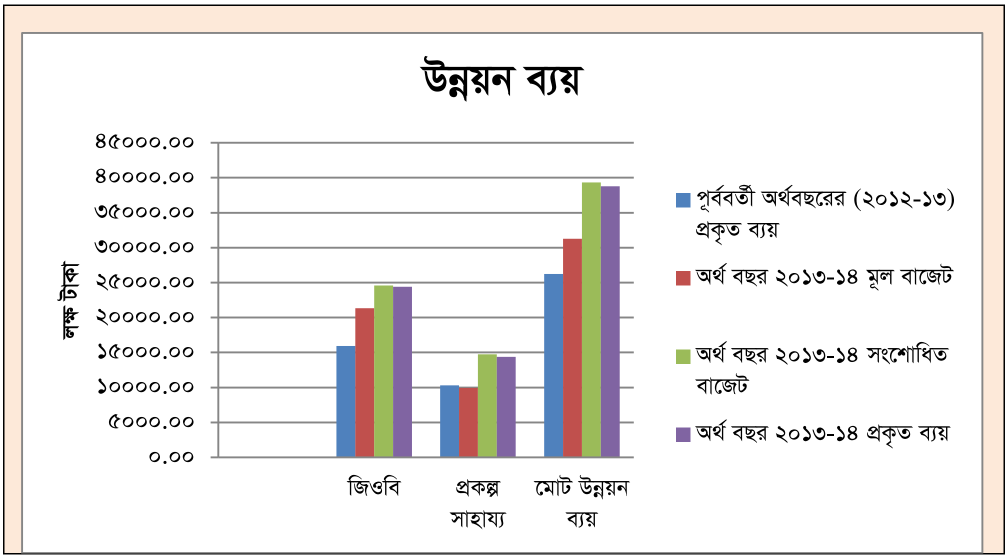

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

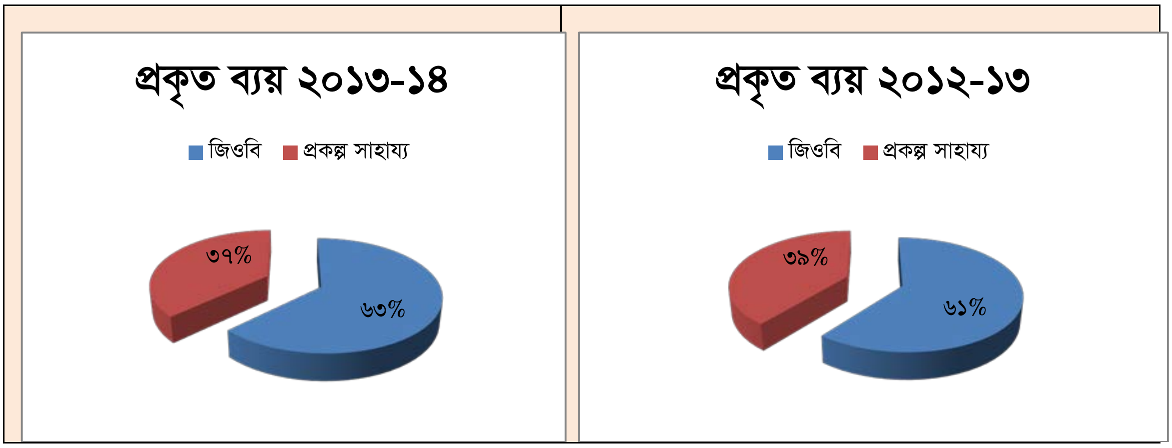

উন্নয়ন ব্যয়ে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

সারণি ১৯ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের চলতি এবং প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে চলতি প্রকল্পের তালিকা	মন্তব্য
১. ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাকটিভিটি প্রজেক্ট-ডিএই অংগ (জুলাই/১১-জুন/১৬)	বিশ্বব্যাংক
২. ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেষ্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) রিকভারী অব এগ্রিকালচার সেক্টর (ক্রপস) এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম-১ম সংশোধিত (আগস্ট/০৮-জুন/১৪)	বিশ্ব ব্যাংক
৩. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মান প্রকল্প-১ম সংশোধিত (জুলাই/০৯-জুন/১৬)	
৪. এস্টাবলিমেন্ট অব কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স (কেআইবি কমপ্লেক্স)-২য় সংশোধিত (মার্চ/১০-জুন/১৪)	
৫. সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১০-জুন/১৫)	
৬. সেকেন্ড ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)-১ম সংশোধিত (জুলাই/১০-জুন/১৬)	এডিবি
৭. ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো প্রকল্প-২য় সংশোধিত (জানুয়ারি/১১-জুন/১৪)	
৮. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১১-জুন/১৭)	
৯. আড়াই হাজার হর্টিকালচার সেন্টারকে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে উন্নীতকরণ প্রকল্প - ২য় সংশোধিত (জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৪)	
১০. বাংলাদেশে ফাইটো সেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/১২-জুন/১৭)	
১১. পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১২-জুন/১৭)	
১২. পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (জুলাই/১২-জুন'১৫)	
১৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৮)	আইডিবি
১৪. ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প - ডিএই অংগ (জানুয়ারী/১৩-ডিসেম্বর/১৮)	নেদারল্যান্ড সরকার
১৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় (জানুয়ারী/১৩-জুন/১৮)	
১৬. সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	
১৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	
১৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	
১৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	
২০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল, রসুন ও পিয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (জুলাই/১৩ - জুন/১৮)	

২১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৬)	
২২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	ডানিডা
২৩. কন্দাল ফসলের উন্নয়ন প্রকল্প -ডিএই অংগ (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১০-জুন/১৪)	
২৪. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-ডিএই অংগ-১ম সংশোধিত (জুলাই/১১-জুন/১৬)	
২৫. কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প -ডিএই অংগ (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১০-জুন/১৫)	
২৬. জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-ডিএই অংগ -২য় সংশোধিত (জুলাই/০৭-জুন/১৪)	আইডিএ, ইফাদ
২৭. দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প -১ম সংশোধিত (জুলাই/১১-জুন/১৪)	জেডিসিএফ
২৮. ফুড সিকিউরিটি থ্রো ইনহেন্সড এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন, ডাইভারসিফাইড সোর্সস অব ইনকাম, ভ্যালু এডিশন এন্ড মার্কেটিং ইন বাংলাদেশ (ময়মনসিংহ/শেরপুর) (FSMSP) (জুলাই/১১-জুন/১৫)	ইতালি সরকার
২৯. জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে মাশরুম ব্রিডিং ও পোস্টহার্ভেস্ট ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ডিসেম্বর/১২-নভেম্বর/১৩)	এফএও
৩০. এনহেন্সিং ফুড সিকিউরিটি থ্রু ইমপ্রুভড ক্রপ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস ইন দ্যা সাউদার্ন কোস্টাল এরিয়া অব বাংলাদেশ (জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৪)	নেদারল্যান্ড
৩১. পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলে সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প -ডিএই অংগ (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১০-জুন/১৪)	
৩২. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ ডিএই অংগ (জানুয়ারি/১১-ডিসেম্বর/১৬)	ইফাদ নেদারল্যান্ড
<u>২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে সবুজপাতা ভুক্ত প্রকল্প</u>	<u>মন্তব্য</u>
১. গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/১৩ - জুন/১৮)	ইউএস এইড
২. ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেষ্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) রিকভারী অব এগ্রিকালচার সক্টর(ক্রপস) এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম এবংএগ্রিকালচার এডাপশন ইন ক্লাইমেট রিস্ক প্রোন এরিয়া অব বাংলাদেশ (ফেব্রুয়ারী/১৩-ডিসেম্বর/১৫)	বিশ্ব ব্যাংক
৩. মাশরুম উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	জাপান সরকার
৪. সিলেট অঞ্চলে পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	
৫. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)	
৬. মাগুরা-যশোর-নড়াইল-খুলনা-সাতক্ষীরা সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প -ডিএই অংগ (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	লীড এজেন্সী বিএডিসি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প

১. সারা বছর ব্যাপী ফল প্রাপ্তি ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি) একাডেমী স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৭)

৩. ই-কৃষি সম্প্রসারণ ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন সার্ভিস শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

৪. মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

৫. জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পলিথিনে আবৃত শুকনা বীজতলায় চারা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৬)

৬. মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় এবং হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৬)

৭. কনস্ট্রাকশন অব এডিশনাল ডাইরেক্টরস অফিস কমপ্লেক্স এ্যাট ল্যাবরেটরী বিল্ডিং প্রেমিসেস প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৬)

৮. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, যশোর, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলিক অফিস পুনঃনির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

৯. আখ ও গুড় উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১০-জুন/১৫)

১০. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, বরিশাল ও যশোর অঞ্চলে উপজেলা অফিস পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

১১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে উপজেলা অফিস পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

১২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজেলা অফিস পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

১৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, বরিশাল এবং যশোর অঞ্চলে এসএএও অফিস কাম কোয়ার্টার পুনঃনির্মাণ, সংস্কার এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

১৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ময়মনসিংহ, রাজশাহী এবং রংপুর অঞ্চলের অফিসকাম এসএএও কোয়ার্টার পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন-১৯)

১৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, পার্বত্যচট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের অফিসকাম এসএএও কোয়ার্টার নির্মাণ, মেরামত এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৯)

১৬. বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই১১-জুন/১৬)

১৭. বৃহত্তর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১১-জুন/১৬)

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাটির ক্ষয় রোধকল্পে মিশ্র ফল বাগান, অপ্রচলিত ফল, মসলা ও ঔষধি গাছ রোপন প্রকল্প (জুলাই'১১-জুন'১৬)

১৯. চর অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নিতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১১-জুন/১৬)

কৃষি উন্নয়নের পথে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ও

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

কৃষি উন্নয়নের পথে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. জরবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত খরা, অতিবৃষ্টি ও বন্যা, সাইক্লোন ও ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি
২. ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি থেকে বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য উৎপাদন ও সুষম খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকরণ
৩. জমির স্বাস্থ্য ও উর্বরা শক্তি রক্ষার মাধ্যমে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকরণ
৪. ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন
৫. বোরো ধানের চাষ কমিয়ে সম্পূরক সেচের মাধ্যমে আউশ, আমন ও শাকসজির আবাদ বৃদ্ধিকরণ
৬. সুদক্ষ ও সঠিকভাবে কৃষি উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৭. কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজারব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাজারে অগ্রগামী পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন
৮. স্বল্প খরচে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিতে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে যান্ত্রিকীকরণ
৯. ফসল সম্প্রসারণ সাব-সেক্টরে দ্রুত ই-কৃষি চালুকরণ
১০. ফসলের সংগনিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ
১১. আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারনে ক্ষতিগ্রস্থপ্রবণএলাকার জন্য চাহিদাভিত্তিক বিশেষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন
১২. দক্ষ সমন্বয় ব্যবস্থাকরণ এবং কৃষক-গবেষণা-সম্প্রসারণ সমন্বয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ
১৩. কৃষি সম্প্রসারণে নারীর সম্পৃক্তায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
১৪. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধিকরণ
১৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের (এটিআই) কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
১৬. দক্ষ জনবলের স্বল্পতা দূরীকরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১. মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, সার ব্যবস্থাপনা এবং চাষযোগ্য জমি রূপান্তর বন্ধকরণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে এসআরডিআই এর সাথে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে ডিএই লীড এজেন্সী হিসাবে কাজ করবে। মাটি ব্যবস্থাপনার সকল দিকসমূহ যেমন: সুষম সার ব্যবহার, কম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, সঠিক ফসল পর্যায় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সার ব্যবহার ইত্যাদি।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার উপযোগী (হাওর, চর, লবণাক্ত, বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, বিল, পাহাড়ী এলাকা ইত্যাদি) কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জন্য এলাকাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ (যেমন লবণাক্ত ও খরাসহিষ্ণু জাতের ফসলের উদ্ভাবন ও চাষাবাদ বৃদ্ধি), এলাকার চাহিদা মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞ তৈরি ও কৃষকের প্রয়োজন মত কার্যকরী কৃষি সেবা নিশ্চিতকরণ; দক্ষিণাঞ্চলে ফসল বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি; হাওড় ও বিল অঞ্চলে জলাবদ্ধতাকালিন সময়ে “ধাপে ফসলের আবাদ বৃদ্ধি” ইত্যাদি;

৩. ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারের উপর চাপ কমানোর নিমিত্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, বারিড পাইপ এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা তৈরীর মাধ্যমে সেচের পানির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সম্পূরক সেচের মাধ্যমে আউশ, আমন ও শাকসজির চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৪. সোলার শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পাম্প পরিচালনা করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের উপর চাপ কমানো; সোলার শক্তি ব্যবহার ও সংরক্ষণ; সম্ভাব্য সকলস্তরে সোলার শক্তি ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. বীজের গুণগতমান এবং সহজে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার নিমিত্ত চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং কৃষি সম্প্রসারণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে "বীজ এসএমই" গড়ে তোলা, যাতে করে কৃষক পর্যায়ে জবাবদিহিতাসহ মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়;
৬. অধিকহারে নিরাপদ ও গুণগত মানের ফল ও সজি রপ্তানির নিমিত্ত চাষ এলাকা সম্প্রসারণ, ফল সংগ্রহ ও সজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ এবং মূল্য সংযোজনের নিমিত্ত ফল থেকে বিভিন্ন বাই-প্রোডাক্ট তৈরী এবং ফলের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন;
৭. শহর-উদ্যান পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, বাড়ির ছাদে পরিকল্পনার মাধ্যমে ফল ও সবজি চাষে বাড়ির মালিক, ডেভেলপারস্ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ, এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তাকরণ এবং তা বাস্তবায়ন;
৮. কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে বাজারের চাহিদাভিত্তিক নির্বাচিত পণ্যের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ, সমস্যা নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের সঠিক বাজার সৃষ্টি, ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ;
৯. পরিপূর্ণ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বসতবাড়ীতে ভূমির কার্যকর ব্যবহারের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবয়ন, যাতে করে গ্রামিণ নারীরা চাষাবাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে।
১০. উচ্চ-মূল্য ফসলের চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং এগ্রো-প্রোসেসিং উন্নয়ন ও বাস্তবায়নসহ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন;
১১. "বাংলা-গ্যাপ" সূচনা এবং Public Private Partnership এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেইফ ফুড উৎপাদন এবং রপ্তানিকরণ;
১২. কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ মনিটরিং এর নিমিত্ত সর্বস্তরে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং শক্তিশালীকরণ এবং প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়নে অধিক গুরুত্বারোপ;
১৩. কৃষির সার্বিক উন্নয়নে ই-কৃষি প্রবর্তন ও কৃষি সম্প্রসারণের সর্বস্তরে ই-কৃষি বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে a2i প্রকল্পের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ই-কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে সকল কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ;
১৪. কৃষিতে সূচিত খামার যান্ত্রিকীকরণের সার্বিক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;
১৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার মানোন্নয়ন।